বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন
২০১৮-১৯

খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন
২০১৮-১৯

খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা	জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এম পি মাননীয় মন্ত্রী
উপদেষ্টা	ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম সচিব
সমন্বয়ক	সরকার আবুল কালাম আজাদ অতিরিক্ত সচিব
চিফ ইনোভেশন অফিসার	জনাব সালমা মমতাজ অতিরিক্ত সচিব

প্রণয়নে :

আহবায়ক	ড. অনিমা রাণী নাথ অতিরিক্ত সচিব
সদস্য	সমীর কুমার বিশ্বাস উপ-সচিব বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
সদস্য	মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব
সদস্য	মঞ্জুর আলম সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর
সদস্য সচিব	মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া সহযোগী গবেষণা পরিচালক এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
প্রচ্ছদ	রতন কুমার ব্যানার্জী অডিটর, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
প্রকাশনায়	খাদ্য মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ:	বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় (বি,জি, প্রেস) তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা :

জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এম পি
মাননীয় মন্ত্রী

উপদেষ্টা :

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম
সচিব

সমন্বয়ক :

সরকার আবুল কালাম আজাদ
অতিরিক্ত সচিব

চিফ ইনোভেশন অফিসার :

জনাব সালমা মমতাজ
অতিরিক্ত সচিব

প্রণয়নে :

১.	ড. অনিমা রাণী নাথ, অতিরিক্ত সচিব	:	আহবায়ক
২.	সমীর কুমার বিশ্বাস, উপ-সচিব বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	:	সদস্য
৩.	মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব	:	সদস্য
৪.	মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর	:	সদস্য
৫.	মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া, সহযোগী গবেষণা পরিচালক এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ : রতন কুমার ব্যানার্জী, খাদ্য অধিদপ্তর

প্রকাশনায় : খাদ্য মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

সাধন চন্দ্র মজুমদার ,এমপি.
মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একসাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ যেমন মাত্র নয় মাসে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তেমনি বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দৃপ্ত পদক্ষেপে বিশ্বের বুকে উন্নয়নের মিছিলে এগিয়ে চলছে। তথ্য প্রযুক্তি এ ক্ষেত্রে প্রধানতম নিয়ামক হয়ে কাজ করছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ও এ মিছিলে তাদের কর্মতৎপরতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে দক্ষতার সাথে।

'এখন সময় উদ্ভাবনে ও উন্নয়নে' এ প্রত্যয়দীপ্ত কর্মযজ্ঞকে সামনে রেখে খাদ্য মন্ত্রণালয় নতুন নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে ডিজিটাল কর্মযজ্ঞে শামিল হয়েছে সুখী ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে। মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সেবা সহজীকরনের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর দ্বারা উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ নিয়ে 'বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন ২০১৮-১৯' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রযুক্তিবান্ধব বর্তমান সরকার সর্বোত্তম ব্যবহার করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের সোপানের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ়প্রত্যয়ে তার উপর অর্পিত সমস্ত কর্মযজ্ঞ সফলতার সাথে সম্পাদন করছে। সরকারের কেবিনেট ডিভিশন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম যৌথভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা/দপ্তর এবং মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কর্মশালায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন আইডিয়া সৃজনের নিবিড় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাস সৃষ্টিকারী বাংলাদেশের এটুআই প্রোগ্রামকে এখন সার্কভুক্ত ভুটান ও মালদ্বীপও তাদের উন্নয়নের মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের আদলে গৃহীত 'ডিজিটাল মালদ্বীপ' ও 'ডিজিটাল ভুটান' কর্মসূচি আমাদের গর্বিত করেছে যেখানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল প্রত্যয় মালদ্বীপ ও ভুটান নিজেদের উন্নয়নে গ্রহণ করছে। এসবই আমাদের দেশের জনগণের উদ্ভাবনী সক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

আমি আশা করি খাদ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষকে নতুন নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের কর্মপ্রত্যয় তাদের উদ্ভাবনী কর্মপ্রেরণা হবে। আমি আরও আশা করি, খাদ্য মন্ত্রণালয় বাংলার খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষকে তাদের সেবার মাধ্যমে এমনভাবে আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তুলবে যাতে করে এসব সংগ্রামী পরিশ্রমী মানুষেরা 'হর্ষ মাখা মুখমন্ডলে-রিক্ততাকে জয় করে-দাঁড়াবে বিশ্বের বুকে-সফলতায় উদ্ভাসিত হয়ে।'

আমি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন কর্মযজ্ঞের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং উদ্ভাবন কর্মযজ্ঞের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সাধন চন্দ্র মজুমদার)

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও তাঁর প্রাজ্ঞ দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত; সুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় দেশের জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্যমান নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। দেশে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখাসহ খাদ্য গ্রহণে সর্বস্তরের জনসাধারনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে খাদ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে চলছে। সেই সাথে একটি টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সরবরাহ, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সকল ক্ষেত্রেই তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সেবা সহজীকরণ ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য আরো ব্যাপকভাবে সৃজনশীল উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক । এ ব্রতকে প্রতিপাদ্য রেখেই খাদ্য মন্ত্রণালয় সেবা সহজীকরণ ও জনবান্ধব সেবা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সেবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা, সমস্যা সমূহ চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীল সমাধান পরিকল্পনা, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ও দলীয় উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম কার্যকর ভুমিকা পালন করছে । উদ্ভাবন কৌশলকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন সেবা অনলাইন ভিত্তিক করা হচ্ছে যাতে সেবা প্রার্থীর সময়, যাতায়াত ও অর্থ সাশ্রয় হয় । সীমিত সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করতে উদ্ভাবনী কৌশলের কোন বিকল্প নেই । এ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ কর্তৃক বছরব্যাপী উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে । কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণ । আর এই সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম উৎসাহিত করতে উদ্ভাবনী ওয়াকর্সপ আয়োজন, ইনোভেশন ফান্ড প্রবর্তন এবং উদ্ভাবনী ধারণাকে স্বীকৃতি প্রদান করছে । উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়নে সরকারিভাবে অর্থ সংস্থানেরও বিধান বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সমুদয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ একত্রীকরণ করে প্রকাশিত এ প্রতিবেদন থেকে মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত এবং চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সুস্পষ্ট তথ্য ও ধারণা পাবে যা ভবিষ্যতে অধিকতর সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পরিশেষে এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম

সালমা মমতাজ

অতিরিক্ত সচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ, সচিবালয়

বাণী

উদ্ভাবন মানে হচ্ছে সময় ধাপ ও খরচ কমিয়ে সরকারি সেবাকে জনগনের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়া । সে লক্ষ্যে গত ০৮/০৪/২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে জনপ্রশাসনের উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং সংস্থা/ জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে ইনোভেশন টিম গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গত ০৪/০৬/২০১৩ তারিখে প্রথম খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) নেতৃত্বে ইনোভেশন কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৪/২০১৫ তারিখে যুগ্ম সচিব (বাজেট ও অডিট) ও ১১/০৪/২০১৭ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও হিসাব) এর নেতৃত্বে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম পুনর্গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ তে ১৬ টি কৌশল, ৩৫ টি কার্যক্রম ও ১০০ নম্বর রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম কৌশলগুলো হচ্ছে উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মশালা অনুষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ, স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান ও যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম, উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং, ইনোভেশন শোকেসিং, উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন ,ইনোভেশন মেন্টরিং ,ইনোভেটরদের স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান, ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ প্রদান, পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং ,ইনোভেশন-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ, ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন, সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ, আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত ইনোভেশন এর মধ্যে প্রকৃত কৃষকদের নিকট হতে ধান সংগ্রহ ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা, ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রি, ওএমএস এ্যাপ চালু করে চাল/আটা বিক্রির স্বচ্ছতা আনয়ন, নিরাপদ পথখাবার চালু অন্যতম। ২০১৮-১৯ সালের চলমান নতুন আইডিয়াসমূহের মধ্যে এসিআর ডিজিটাইলেশন, ডিজিটাইলেজশনের ও এসএমএসের মাধ্যমে ১০ টাকার চাল প্রদান, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীদের মাঝে চাল বিতরণ মনিটরিং এ্যাপ তৈরি, ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে ওএমএস এর চাল ও আটা প্রদান , নিরাপদ সাইলো, রাণীশংকৈল উপজেলায় ধান/গম সংগ্রহকালে নমুনা পরীক্ষাকরণ ও বিনির্দেশ অবহিতকরণ বুথ তৈরি অন্যতম। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি কর্মশালা থেকে অনেক ভালো ভালো আইডিয়া এসেছে যেগুলো বাস্তবায়িত হলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা সেবা প্রদানের মান অনেক বৃদ্ধি পাবে যা রুপকল্প ২০২১ এবং এসডিজি ২০৩০ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

(সালমা মমতাজ)

ড. অনিমা রাণী নাথ
অতিরিক্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবন মান উন্নয়ন। জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার অংশ হিসেবে সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের সকল সময়ের জন্য খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্ভাবনী কৌশলের কোন বিকল্প নেই। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এ টু আই উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাশ্রয়ী ও জনপ্রিয় ধারণাসমূহ প্রতিনিয়ত উৎসাহের সঞ্চার করে চলেছে। এ লক্ষ্যে সভা, কর্মশালা, সেমিনার এবং ইনোভেশন মেলা করা হচ্ছে। উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে ইনোভেশন ফান্ড প্রবর্তন, উদ্ভাবনী ধারণাকে পুরস্কৃতকরণ ইত্যাদির প্রচলন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাগণ মেনটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ভাবে নাগরিক সেবার উদ্ভাবন চর্চার মাধ্যমে সেবা প্রক্রিয়া সহজতর হয় এবং কাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা, প্রকাশনাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কর্মকান্ড সম্পর্কে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহসহ জনগণকে মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী কার্যক্রম এবং চলমান উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে তথ্য উপাত্ত যাচাই ও সন্নিবেশ করে তা যথাযথভাবে বিন্যস্ত করার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করেছে। এই প্রকাশনাটি সফল করতে যারা তথ্য, ছবি এবং শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(ড. অনিমা রাণী নাথ)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	এক নজরে খাদ্য মন্ত্রণালয়	৪-৭
২	উদ্ভাবনী ধারণার পটভূমি	৮-১০
৩	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০	১১-১৪
৪	খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০	১৪-১৮
৫	নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০	১৮-২৫
৬	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত উদ্যোগসমূহ	২৬
৭	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগসমূহ ২০১৯-২০	২৭-৫৮

এক নজরে খাদ্য মন্ত্রণালয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার লক্ষ্যে ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য ব্রিটিশ ভারতে বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ডিপার্টমেন্ট প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা চালুকরত দ্রুত উক্ত রেশনিং ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করে। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর ১৯৫৫ সালে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট বিলুপ্ত করা হলে এর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯৫৬ সালে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সিভিল সাপ্লাই অবয়বে খাদ্য বিভাগ চালু করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাদ্য বিভাগ ইত্যাদি নামে পরিচালিত হতে থাকে। সর্বশেষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রি. তারিখের ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০২. ২০১২.৯৬ নং পত্র সংখ্যা দ্বারা খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠিত করে (১) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং (২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামে ২টি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হলে খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা
- জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন
- নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
- খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ
- খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- দেশের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ
- খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ ও বিতরণ
- রেশনিং ব্যবস্থাপনা
- খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ এবং আমদানি, রপ্তানি ও স্থানীয় পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ
- খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন
- খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ
- মজুত রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত সংরক্ষণ
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা
- খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ
- নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সকল কার্যক্রম।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য:

- সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্যনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য:

- দেশের খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগণের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান;
- নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ব্রত নিয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তায়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বশেষ ১৩-০৯-২০১২ তারিখের ০৪.০২৩.০২২.০২.০১.২০১২-৯৬ নং পত্রের মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠিত করে (ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ নামে দু'টি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। নতুন মন্ত্রণালয় গঠিত হলেও বিলুপ্ত খাদ্য বিভাগের জন্য প্রযোজ্য জনবল খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাঠামোতে অপরিবর্তিত রাখা হয়। (১) প্রশাসন ও উন্নয়ন (২) সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং (৩) বাজেট ও অডিট এবং (৪) খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট নামে ৪টি অনুবিভাগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগ ১ জন অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ দুটি যুগ্ম-সচিব এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট একজন যুগ্ম-সচিব বা সমমর্যাদার কর্মকর্তার অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগ: প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, সংস্থা প্রশাসন, সেবা, সমন্বয় ও সংসদ, তদন্ত এবং পরিকল্পনা অধিশাখা পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, শৃংখলা, পেনশন ও সমন্বয় বিষয়াদিসহ উন্নয়ন কার্যক্রমের নীতি নির্ধারণ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ: সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগের অধীনে সরবরাহ-১, সরবরাহ-২, বৈদেশিক সংগ্রহ ও অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অধিশাখাসমূহ পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগ খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সংগ্রহ, চলাচল, মজুদ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ: বাজেট ও অডিট অনুবিভাগের অধীনে বাজেট ও হিসাব এবং ৩টি অডিট অধিশাখার কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্যিক অডিট নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ): এ ইউনিটে যুগ্ম-সচিব বা সমপদমর্যাদার ১ জন মহাপরিচালকের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণসহ সরকারের খাদ্যনীতি ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

সংক্ষেপে খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একমাত্র সংস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে অবিভক্ত বাংলায় উদ্ভূত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (Great Famine) মোকাবেলায় বর্তমানের খাদ্য অধিদপ্তর ঐ সময়ে সিভিল সাপ্লাই বিভাগ নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৭ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও প্রশাসন, সংগ্রহ, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ, হিসাব ও অর্থ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্য সম্পাদন অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রমের ফলে ৬টি পরিদপ্তর একীভূত হয়ে পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়।

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে মহাপরিচালককে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের জন্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক নিয়োজিত আছেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পরিচালকবৃন্দের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারা দেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। দেশজুড়ে মোট ৫টি সাইলো, ১৩টি সিএসডি এবং ৬৩১টি এলএসডি আছে। এসকল খাদ্য গুদামের বর্তমান কার্যকরী ধারণক্ষমতা প্রায় ১৯.৫০ লক্ষ মে. টন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল জেলা-

উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

সংক্ষেপে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিগত ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে দেশের নাগরিকের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুমোদন করেছে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। আইনের আলোকে এবং গৃহীত উৎকৃষ্ট পন্থায় খাবার সব সময় এবং সকলের জন্য সর্বোচ্চ সুরক্ষায় ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পৌঁছানো এ কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। জনগণের প্রত্যাশা এবং বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কর্তৃপক্ষ তার সকল সামর্থ্য নিয়ে এবং ঐকান্তিকতার সাথে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করে বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ অর্জনের মত মহতি এ কাজে কর্তৃপক্ষ সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে।

খাদ্য নিরাপত্তায় অংশীদার

মন্ত্রণালয়সমূহ:

কৃষি মন্ত্রণালয়
খাদ্য মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
অর্থ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ:

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা (এফএও)
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (United Nations Children's Fund) বা ইউনিসেফ
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (United Nations Development Programme) বা ইউএনডিপি
আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (আইএফএডি)

উদ্ভাবনের পটভূমি

উদ্ভাবন বা ইনোভেশন এর ধারণাটি মূলত বেসরকারি খাত থেকে এসেছে। সরকারি খাতে এর সংজ্ঞা, প্রয়োগ ও পরিব্যাপ্তি নিয়ে তাত্ত্বিকগণের বিভিন্ন মত ও পর্যালোচনা রয়েছে। পৃথিবীব্যাপি সরকারি খাতে উদ্ভাবন বিষয়ক একক বা সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল অডিট অফিসের এক প্রতিবেদনে সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবন বলতে বুঝানো হয়েছে;

- অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, সেক্টর বা দেশ হতে কোন সৃজনশীল চর্চা নিজ ক্ষেত্রে অনুকরণ করা; অথবা
- সম্পূর্ণ নতুন একটি চর্চার অবতারণা করা; যা প্রশাসনিক পদ্ধতি অথবা সেবা প্রদানের প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

এটি ছোটখাট পরিবর্তন হতে পারে যা ক্রমাগতভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থা ও পদ্ধতির ধারাবাহিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

আইডিইও (www.ideo.org) এর মতে, উদ্ভাবন বলতে কোন পণ্য বা পদ্ধতি বা সেবার উন্নয়ন বা অভিযোজন বা প্রবর্তন বোঝায় যা জনগণের জন্য নতুন সুবিধা বা উপকার তৈরি করে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগে সৃজনশীলতা প্রয়োজন। তবে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন এক নয়। যেখানে সৃজনশীলতা প্রধানত মনোজাগতিক ও ধারণা কেন্দ্রিক সেখানে উদ্ভাবন প্রয়োগিক বা চর্চা কেন্দ্রিক। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বলতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার এমন কোন পরিবর্তনের সূচনা করা যার ফলে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নাগরিকের আগের তুলনায় সময়, খরচ ও অফিস যাতায়াত সাশ্রয় হয়।

তবে বিদ্যমান চর্চার পরিবর্তন হোক বা অন্যত্র থেকে নিজ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা চর্চা হোক বা সম্পূর্ণ নতুন কোন চর্চা হোক না কেন, জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন এমন একটি বিষয় যা নিজ অধিক্ষেত্রে নতুন বা পরিবর্তিত অবস্থায় সৃষ্টি করে এবং এর ফলে নতুনভাবে জনসুবিধা বৃদ্ধি পায়। এটি এমন নতুনত্ব যা এর আগে নিজ অধিক্ষেত্রে প্রয়োগ বা চর্চা হয়নি। ইনোভেশন নির্দিষ্ট একক কোন সরল রেখায় চলেনা। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং সফলতা উভয়েরই সমান সুযোগ রয়েছে।

উদ্ভাবনী ধারণার উৎস

তাত্ত্বিকগণের আলোচনা এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা তথ্য থেকে জানা যায় যে, সরকারি খাতে উদ্ভাবনী ধারণা ও উদ্যোগ ঐতিহ্যগতভাবে উচ্চ পর্যায় থেকে এলেও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা গেলে এটি নিম্ন পর্যায়ের গণকর্মচারীগণের নিকট থেকে অধিক হারে আসতে পারে। উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেওয়া হয় তা প্রধানতঃ নীতি নির্ধারণী বিষয়ক ও তা ম্যাক্রো প্রকৃতির সমস্যা সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে, নিজ পর্যায় থেকে আগত উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের এবং স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা কেন্দ্রিক, যা সরাসরি প্রান্তিক সেবাগ্রহীতার জন্য নতুন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে। আর এ ধরনের উদ্যোগগুলো কম প্রচার বা প্রসার লাভ করে। এছাড়া, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ নাগরিক থেকেও সরকারি উদ্ভাবনের ধারণা আসার বৃহত্তর সুযোগ বিদ্যমান। বিশেষত সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্ভাবনী ধারণার সঞ্চালন, উদ্ভাবনী প্রকল্পের ডিজাইন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন তথা সমগ্র উদ্ভাবন চক্রে সেবা গ্রহীতার সরাসরি সংশ্লিষ্টতাকে বর্তমানে সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সরকারিখাতে উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি

সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নেতৃত্ব, জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, গণকর্মচারীগণের দক্ষতা, প্রণোদনা, এবং ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা-কে জরুরী বলে মনে করা হয়। জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান কমিশন নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের পরামর্শ প্রদান করে—

- উদ্ভাবনী ধারণার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের সহযোগিতা;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের সাথে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সক্রিয় সম্পৃক্তি;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য প্রণোদনা;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিকল্পনায় সেবাগ্রহীতার সম্পৃক্তি; এবং
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন।

উদ্ভাবন সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাগণকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আর উদ্ভাবনের সফলতার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান বা টিম লিডারের অবশ্যই সরকারি খাতে উদ্ভাবন সম্পর্কে,

উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে, অভীষ্ট গোষ্ঠীর সমস্যা ও চাহিদা, এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্যের আলোকে কোথায় কখন উদ্ভাবন দরকার সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ধারণা থাকা দরকার।

সরকারিখাতে উদ্ভাবনের ক্ষেত্র ও জীবনচক্র

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক প্রতিবেদনে সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবনের যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম;

- সরকারি কর্মপদ্ধতিতে উদ্ভাবন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতার বৃদ্ধি;
- পণ্যের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন;
- সেবার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন;
- সেবাগ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন; এবং
- নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন।

উদ্ভাবনের নিম্নরূপ একটি জীবনচক্র রয়েছে

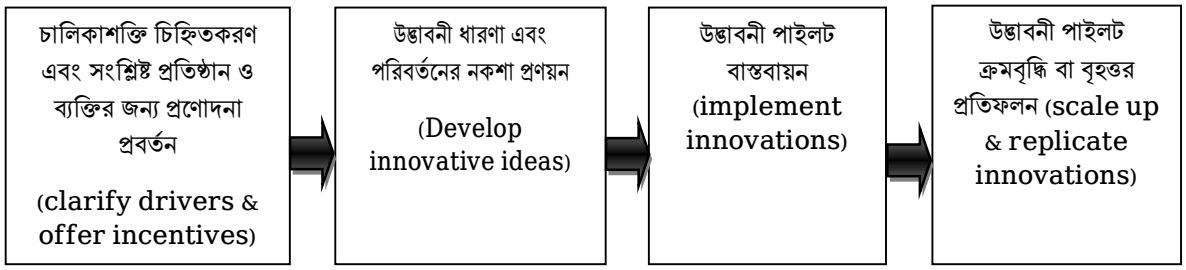

যেহেতু নতুন নতুন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা যাচাই-বাছাই করা হয় সেহেতু এর প্রক্রিয়ায় ব্যর্থতার ঘটনা ঘটাও স্বাভাবিক। ইনোভেশনের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ঝুঁকি মোকাবেলার প্রবণতা/মানসিকতা থাকতে হয়।

উদ্ভাবনের প্রতিবন্ধকতা

সরকারিখাতে উদ্ভাবনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আমলাতন্ত্রের ঐতিহ্যগত স্থিতাবস্থা প্রবণতা এবং ঝুঁকি বিমুখতা। সরকারি কাজে পূর্ববর্তীতাকে অনুসরণ করা হয় আর সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এবং ব্যর্থতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর গণকর্মচারীগণের সামাজিকীকরণ সেভাবেই করা হয়েছে। তাঁরা নিয়ম মাফিক রুটিন কাজ করতে অভ্যস্ত এবং অধিকতর সচ্ছন্দ; যা ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে। এছাড়া, ঝুঁকি গ্রহণে সাহসিকতা এবং সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য পৃথক কোন প্রণোদনার ব্যবস্থা নাই। সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবন বিষয়ক এক গবেষণায় এ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো তুলে ধরা হয়েছে—

- সম্পদের অপ্রতুলতা;
- উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের সমর্থনের অভাব;
- নতুন উদ্যোগে কর্মচারীগণের বাধা প্রদান;
- সেবাগ্রহীতার অজ্ঞতা বা পশ্চাৎপদতা;
- আইনগত জটিলতা; এবং
- ঝুঁকি গ্রহণ না করার প্রবণতা।

উদ্ভাবনে সফলতার উপায়

যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এর মাধ্যমে জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবাকে মানসম্মত পর্যায়ে নেয়া সম্ভব। উদ্ভাবনে সফলতার প্রধান উপায়গুলো হচ্ছে-

- যোগ্য ও কার্যকরী নেতৃত্ব;
- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অকুন্ঠ সমর্থন;
- উদ্ভাবন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা;
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে নিজ প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবন সংস্কৃতি গড়ে তোলা;

- ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা;
- কনিষ্ঠ সহকর্মীদের উদ্ভাবনী ব্যর্থতাকে সহজভাবে গ্রহণ করা ;
- প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা, হোক তা আর্থিক বা অন্য যে কোন ধরনের স্বীকৃতি;
- সর্বোপরি, জনসুবিধা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা আর উদ্ভাবনী উদ্যোগে জনসম্পৃক্তির মানসিকতা।

সরকারি খাতে উদ্ভাবন কাজে উৎসাহিত করার পরিবেশ তৈরি করা এবং উদ্ভাবনের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এরূপ আইন, নিয়ম, রীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংস্কার প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে যে, বিদ্যমান চর্চায় পরিবর্তন হোক বা অন্যত্র থেকে নিজক্ষেত্রে অনুকরণ করা চর্চা হোক বা সম্পূর্ণ নতুন কোন চর্চা হোক না কেন, জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন এমন একটি বিষয় যা নিজ অধিক্ষেত্রে নতুন বা পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে নতুনভাবে জনসুবিধা বৃদ্ধি পায়। এটি এমন নতুনত্ব যা এর আগে নিজ অধিক্ষেত্রে প্রয়োগ বা চর্চা হয়নি। আর নতুন চর্চার প্রচেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ। প্রচেষ্টাটি সফল কিংবা ব্যর্থ হতে পারে। উদ্ভাবনী উদ্যোগের সাথে ঝুঁকির এ সম্পর্কের কারণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চা করা দূরহ। সরকারি জনবল নিয়ম মাফিক রুটিন কাজ করতে অভ্যস্ত এবং অধিকতর স্বচ্ছন্দ। ফলে উদ্ভাবনী চর্চার সাথে গণকর্মচারীগণকে সম্পৃক্ত করা কঠিন হতে পারে। এ চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চার সংস্কৃতি তৈরি করতে এবং এ লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং মাঠ প্রশাসনসহ সকলে একযোগে যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কার্যক্রম

জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় খাদ্য নীতি ও কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা এবং খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুটি সংস্থা রয়েছে, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আওতায় ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম শুরু করেছে। দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও সংগ্রহ, খাদ্যশস্য আমদানি বা বাজারের সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের যথাযথ নির্দেশনায় গৃহীত যথাযথ পদক্ষেপের কারণে এ মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এবং সেবাসমূহ জনগণের নিকট সহজলভ্য করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা বা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্ভাবন সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে এ মন্ত্রণালয় ২০১৬ সালে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে। মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনায় মোট ৬টি কার্যক্রম আছে। যার প্রত্যেকটি কার্যক্রম শুরু হয়েছে ও চালু আছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিম্নে তুলে ধরা হলো

১. নিজ অফিসের সেবা সহজিকরণ বা সেবায় উদ্ভাবন

মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ সহজে প্রাপ্তির এবং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সহজে জানার জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি “ফ্রন্টডেস্ক” স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ে আগত দর্শনার্থীদের বসার সুবিধার জন্য একটি অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। সময় ও চাহিদার সাথে সমন্বয় করে কর্মবন্টন পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য বলা হয়েছে।

২. ই- সেবা

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা (মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত সকল ছুটি অনলাইনে সম্পাদন) চালু করা হয়েছে । মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের সকল প্রকার ছুটি অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে।

৩. ই- ফাইলিং সম্প্রসারণ

গত ১৬-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে এবং বর্তমানে সকল শাখায় ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

৪. উদ্ভাবন ধারণা ব্যবস্থাপনা ও স্কেলআপ

উদ্ভাবন ধারণা আহবান করে সংশ্লিষ্ট সকল উদ্ভাবন ধারণা আহবান করে ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে এবং অধিদপ্তরে মেন্টর নিয়োগ করা হয়েছে। মেন্টরগণ উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা বা কোন অসুবিধা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করে সহায়তা করছে। মন্ত্রণালয়ে ০১ (এক) টি আইডিয়া বক্স স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিত মাসিক ইনোভেশন কমিটির সভায় ইনোভেশন বক্স থেকে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। অনলাইনে উদ্ভাবনী ধারণা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে একটি প্ল্যাটফর্ম/মেনু প্রবর্তন করা হয়েছে। যে কেহ উক্ত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে উদ্ভাবনী ধারণা প্রদান করতে পারেন।

৫. অধঃস্তন অফিসের ইনোভেশন কার্যক্রম তদারকি

মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের ইনোভেশন কমিটির সভা নিয়মিত হচ্ছে কিনা তা মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ইনোভেশন উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

৬. প্রশিক্ষণ

মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন কর্মকর্তাগণকে ০২ (দুই) দিনব্যাপী ইনোভেশন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণকে ২ দিনের ই - ফাইলিং এর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। a2i কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণে কর্মকর্তার মনোনয়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৭. ইনোভেটরদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

ইনোভেটরদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে পৃথক কোড (৪৮২৯- গবেষণা / উদ্ভাবনী ব্যয়) খোলা হয়েছে এবং টাকা বরাদ্দের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।

৮. পুরস্কার প্রদান

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের ইনোভেটরগণকে নানারূপ প্রণোদনা দানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৯. পার্টনারশিপ ও নেটওয়ার্কিং

সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এটুআই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাছাড়া উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে এটুআই এর কর্মকর্তাগণের পরামর্শ ও সহায়তা নেয়া হচ্ছে।

১০. সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

সেবায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়া এবং মাঠ পর্যায়ে চলমান প্রকল্পসহ সার্বিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ই-মেইল ব্যবহারের পাশাপাশি অধিনস্থ দপ্তরসমূহের ফেইজবুক লিংক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mofood.gov.bd) সংযুক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ছক মোতাবেক খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন ২০১৯-২০

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					বার্ষিক মূল্যায়ন অর্জন(	স্কোর (Mark)
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৭	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩০-৬-২০১৯	৪-৭-২০১৯	৮-৭-২০১৯	১১-৭-২০১৯	১৬-৭-২০১৯	০৩/০৭/২০১৯	৪
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৪-৭- ২০১৯	১১-৭- ২০১৯	১৬-৭-২০১৯	২২-৭- ২০১৯	২৮-৭-২০১৯	০৩/০৭/২০১৯	১
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১০-৭- ২০১৯	১৪-৭- ২০১৯	১৮-৭-২০১৯	২২-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯	০৩/০৭/২০১৯	২
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৬	৫	৪	৩	২	২টি	১.৩৪%
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	২	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৫০%	১
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২						৫৫,০০,০০০/-	
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৪,৩০,০০০/-	০০
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা ২	৩						০০	০০
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (৩০ জন)	৩						৩০	৩
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (৩০ জন)	৩						৩০	৩
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-	৩	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৩	৩-১১-২০১৯	৫-১১-২০১৯	১০-১১-২০১৯	১৭-১১-২০১৯	২০-১১-২০১৯	৩-১১-২০১৯	৩

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					বার্ষিক মূল্যায়ন অর্জন(	স্কোর (Mark)
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	সংক্রান্ত কার্যক্রম												
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৭	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৯-১২-২০১৯	২৪-১২-২০১৯	৩০-১১-২০১৯	৫-১-২০২০	১০-১-২০২০	১৫/১০/২০১৯	৪
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩- ২০২০	৫-৩- ২০২০	১০-৩-২০২০	১৫-৩- ২০২০	১৯-৩-২০২০		
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৮	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন প্রদর্শনীর (শোকেসিং) আয়োজন	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনী	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২০	২২-৫-২০২০	২৯-৫-২০২০	১০-৬-২০২০	১৫-৬-২০২০		০০
			৭.২ প্রদর্শনীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন	৭.২.১ শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-		~~০০~~
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৫	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৫	১০-৬-২০২০	১৬-৬-২০২০	২০-৬-২০২০	২৫-৬-২০২০	৩০-৬-২০২০		০০
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৯	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৪						সনদ প্রদান ৬০ জন	৪
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২							০০
			৯.৩ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	৩							০২
১০	তথ্য বাতায়নহাল	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/	নিয়মিত (%)	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		০২

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					বার্ষিক মূল্যায়ন অর্জন(	স্কোর (Mark)
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	নাগাদকরণ		তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	হালনাগাদকৃত									
			১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		২
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		২
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১৫-২-২০২০	১৫-৩-২০২০	৩১-৩-২০২০	৩০-৪-২০২০	৩০-৫-২০২০		৪
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-১০-২০১৯	২০-১০-২০১৯	২৪-১০-২০১৯	২৮-১০-২০১৯	৩০-১০-২০১৯		০০
			১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-০৪-২০২০	৩০-৪-২০২০	১৫-৫-২০২০	৩০-৫-২০২০	১৫-৬-২০২০		০০
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	৩০-৬-২০১৯	৪-৭-২০১৯	৮-৭-২০১৯	১১-৭-২০১৯	১৬-৭-২০১৯		
			১৩.২ স্বীয় দপ্তরসহ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে ইনোভেশন টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-		০০
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	২							০০
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৪	২০-০৫-২০২০	২৫-৫-২০২০	৩১-৫-২০২০	১০-৬-২০২০	১৫-৬-২০২০		০০
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০-০৫-২০২০	২৫-৫-২০২০	৩১-৫-২০২০	১০-৬-২০২০	১৫-৬-২০২০		০০

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					বার্ষিক মূল্যায়ন অর্জন(	স্কোর (Mark)
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১-২০২০	৫-২-২০২০	১০-২-২০২০	১৭-২-২০২০	২০-২-২০২০		৩
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-২-২০২০	১০-২-২০২০	১৭-২-২০২০	২০-২-২০২০	২৫-২-২০২০		১
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-৭-২০২০	২০-৭-২০২০	২৩-৭-২০২০	২৬-৭-২০২০	৩০-৭-২০২০		০০
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-৭-২০২০	২৩-৭-২০২০	২৬-৭-২০২০	৩০-৭-২০২০	৫-৮-২০২০		০০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ছক মোতাবেক খাদ্য অধিদপ্তরের উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন-২০১৯-২০

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০					অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৭	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩০-৬-২০১৯	৪-৭-২০১৯	৮-৭-২০১৯	১১-৭-২০১৯	১৬-৭-২০১৯	২৪-০৬-২০১৯
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	৪-৭- ২০১৯	১১-৭- ২০১৯	১৬-৭-২০১৯	২২-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯	২৪-০৬-২০১৯
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১০-৭- ২০১৯	১৪-৭- ২০১৯	১৮-৭-২০১৯	২২-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯	২৪-০৬-২০১৯
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৬	৫	৪	৩	২	৪
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার	২.২.১ সিদ্ধান্ত	%	২	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬৫

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০					অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত								
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	লক্ষ টাকা	২	২০	১৮	১৬	১৪	১২	১২
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৬০
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৩	২	১	-	-	-	-
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	৬০	৫০	৪০	৩০	২০	৩০
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	৬৪	৫০	৪০	৩০	২০	-
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৩	৩-১১-২০১৯	৫-১১-২০১৯	১০-১১-২০১৯	১৭-১১-২০১৯	২০-১১-২০১৯	১৯-১০-২০১৯
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৭	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৯-১২-২০১৯	২৪-১২-২০১৯	৩০-১১-২০১৯	৫-১-২০২০	১০-১-২০২০	২৪-১১-২০১৯ কৃষকের অ্যাপ
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩- ২০২০	৫-৩- ২০২০	১০-৩-২০২০	১৫-৩-২০২০	১৯-৩-২০২০	১৬-০২-২০২০
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২০	২২-৫-২০২০	২৯-৫-২০২০	১০-৬-২০২০	১৫-৬-২০২০	-
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে	৭	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৭	১০-৬-২০২০	১৬-৬-২০২০	২০-৬-২০২০	২৫-৬-২০২০	৩০-৬-২০২০	১০-০২-২০২০

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০					অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	বাস্তবায়ন											
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৯	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৪	৫	৪	৩	২	১	-
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	১৫	১০	৫	-	-	-
			৯.৩ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	৩	১৫	১০	৫	-	-	৬
১০	তথ্য বাতায়নহালনা গাদকরণ	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	নিয়মিত (%)	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০
			১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১৫-২-২০২০	১৫-৩-২০২০	৩১-৩-২০২০	৩০-৪-২০২০	৩০-৫-২০২০	২৬-১১-২০১৯ কৃষকের অ্যাপ
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-১০- ২০১৯	২০-১০-২০১৯	২৪-১০-২০১৯	২৮-১০-২০১৯	৩০-১০-২০১৯	১৫-১০-২০১৯ খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০					অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
												স্টেনসিল প্রদান।
			১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-০৪-২০২০	৩০-৪-২০২০	১৫-৫-২০২০	৩০-৫-২০২০	১৫-৬-২০২০	-
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০১৯	২৪-১২-২০১৯	৩০-১১-২০১৯	৫-১-২০২০	১০-১-২০২০	৩০-০৭-২০১৯
			১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-	৩
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	২	৩	২	১	-	-	৩
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৪	২০-০৫-২০২০	২৫-৫-২০২০	৩১-৫-২০২০	১০-৬-২০২০	১৫-৬-২০২০	০২-০৫-২০২০
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০-০৫-২০২০	২৫-৫-২০২০	৩১-৫-২০২০	১০-৬-২০২০	১৫-৬-২০২০	০২-০৫-২০২০
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১-২০২০	৫-২-২০২০	১০-২-২০২০	১৭-২-২০২০	২০-২-২০২০	২০-১-২০২০
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-২-২০২০	১০-২-২০২০	১৭-২-২০২০	২০-২-২০২০	২৫-২-২০২০	২০-১-২০২০
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-৭-২০২০	২০-৭-২০২০	২৩-৭-২০২০	২৬-৭-২০২০	৩০-৭-২০২০	২৫-০৬-২০২০

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০					অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-৭-২০২০	২৩-৭-২০২০	২৬-৭-২০২০	৩০-৭-২০২০	৫-৮-২০২০	২৮-০৬-২০২০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ছক মোতাবেক বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন-২০১৯-২০

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					প্রক্ষেপণ (projection) 2019-2020)	অর্জন ডিসেম্বর ২০১৯	অর্জিত মান ২০১৯ - ২০২০
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৭	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ ২০/০৬/১৯	৪	৩০-৬-২০১৯	৪-৭-২০১৯	৮-৭-২০১৯	১১-৭-২০১৯	১৬-৭-২০১৯		২০-০৬-২০১৯	৪
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ ০২/০৭/১৯	১	৪-৭-২০১৯	১১-৭-২০১৯	১৬-৭-২০১৯	২২-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯		০২-০৭-২০১৯	১
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ ০২/০৭/১৯	২	১০-৭-২০১৯	১৪-৭-২০১৯	১৮-৭-২০১৯	২২-৭-২০১৯	২৮-৭-২০১৯		২৩-০৭-২০১৯	২
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা ৬টি	৪	৬	৫	৪	৩	২		৬টি	৪
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	৭৫%	২	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫		৭৫%	১.৫

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					প্রক্ষেপণ (projection) 2019-2020)	অর্জন ডিসেম্বর ২০১৯	অর্জিত মান ২০১৯-২০২০
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
			বাস্তবায়ন											
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	১০ লক্ষ টাকা	২	১০	০৯	০৮	০৭	০৬		১০ লক্ষ টাকা	২
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	১০০%	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০		১০ লক্ষ	২
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৯	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত	২ সংখ্যা	৩	২	১	-	-	-		২	৩
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা ৩০ জন	৩	২০	১৬	১২	১০	০৮		২৭	৩
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা ২৭ জন	৩	২০	১৬	১২	১০	০৮		২৭ জন	৩
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান,	৩	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	৫-১১-২০১৯ তারিখ	৩	৩-১১-২০১৯	৫-১১-২০১৯	১০-১১-২০১৯	১৭-১১-২০১৯	২০-১১-২০১৯		৩	২.৭

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					প্রক্ষেপণ (projection) 2019-2020)	অর্জন ডিসেম্বর ২০১৯	অর্জিত মান ২০১৯ - ২০২০
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম		বাতায়নে প্রকাশ											
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৭	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	২৪-১২-২০১৯ তারিখ	৪	১৯-১২-২০১৯	২৪-১২-২০১৯	৩০-১১-২০১৯	৫-১-২০২০	১০-১-২০২০		৪	৩.৬
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	১০-০৩-২০২০ তারিখ	৩	১-০৩-২০২০	৫-৩-২০২০	১০-৩-২০২০	১৫-৩-২০২০	১৯-৩- ২০২০		-	২.৪
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২০	২২-৫-২০২০	২৯-৫-২০২০	১০-৬-২০২০	১৫-৬-২০২০		-	প্রদর্শনী হয় নি
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৭	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	২৪-১২-২০১৯ তারিখ	৭	১০-৬-২০২০	১৬-৬-২০২০	২০-৬-২০২০	২৫-৬-২০২০	৩০-৬-২০২০			৭
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা	৯	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক	সংখ্যা ২৭ জন	৪	৪	-	-	-	-		২৭ জন	৪

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					প্রক্ষেপণ (projection) 2019-2020)	অর্জন ডিসেম্বর ২০১৯	অর্জিত মান ২০১৯-২০২০
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	প্রদান		পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত										
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা ২৭ জন	২	২০	১৬	১২	১০	৮		২৪-১১-২০১৯	২
			৯.৩ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	২ সংখ্যা	৩	২	১	-	-	-			৩
১০	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করণ	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত / হালনাগাদকৃত	নিয়মিত ৫০%	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		৫০%	২
			১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/হালনাগাদকৃত	৫০%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		৫০%	১

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					প্রক্ষেপণ (projection) 2019-2020)	অর্জন ডিসেম্বর ২০১৯	অর্জিত মান ২০১৯ - ২০২০
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃ	১০০%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		১০০%	২
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	২০-১১-২০২০ তারিখ	৪	১৫-২-২০২০	১৫-৩-২০২০	৩১-৩-২০২০	৩০-৪-২০২০	৩০-৫-২০২০		৪	৪
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	১৫-১০-২০১৯ তারিখ	৪	১৫-১০-২০১৯	২০-১০-২০১৯	২৪-১০-২০১৯	২৮-১০-২০১৯	৩০-১০-২০১৯			৪
			১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-০৪-২০২০	৩০-৪-২০২০	১৫-৫-২০২০	৩০-৫-২০২০	১৫-৬-২০২০			
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ উদ্ভাবকগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ উদ্ভাবকগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	২০-১২-২০১৯ তারিখ	৩	১৯-১২-২০১৯	২৪-১২-২০১৯	৩০-১১-২০১৯	৫-১-২০২০	১০-১-২০২০			২.৭
			১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ	১৩.২.১	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-			

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					প্রক্ষেপণ (projection) 2019-2020)	অর্জন ডিসেম্বর ২০১৯	অর্জিত মান ২০১৯-২০২০
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
			বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	০২									১.৪
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা ০১	২	০১	-	-	-	-			২
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	০২-০১-২০২০ তারিখ	৪	২০-০৫-২০২০	২৫-৫-২০২০	৩১-৫-২০২০	১০-৬-২০২০	১৫-৬-২০২০			৪
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	০২-০১-২০২০ তারিখ	৩	২০-০৫-২০২০	২৫-৫-২০২০	৩১-৫-২০২০	১০-৬-২০২০	১৫-৬-২০২০			৩
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	৩০-০১-২০২০ তারিখ	৩	৩০-১-২০২০	৫-২-২০২০	১০-২-২০২০	১৭-২-২০২০	২০-২-২০২০			৩

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					প্রক্ষেপণ (projection) 2019-2020)	অর্জন ডিসেম্বর ২০১৯	অর্জিত মান ২০১৯-২০২০
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	৩০-০১-২০২০ তারিখ	১	৫-২-২০২০	১০-২-২০২০	১৭-২-২০২০	২০-২-২০২০	২৫-২-২০২০			১
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	২৪-০৬-২০২০ তারিখ	৩	১৫-৭-২০২০	২০-৭-২০২০	২৩-৭-২০২০	২৬-৭-২০২০	৩০-৭-২০২০			৩
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	২৫-০৬-২০২০ তারিখ	১	২০-৭-২০২০	২৩-৭-২০২০	২৬-৭-২০২০	৩০-৭-২০২০	৫-৮-২০২০			১
১৬	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৯	১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ -বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন	২৪-০৬-২০২০ তারিখ	৩								৩
			১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনার অর্ধ -বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ	১৬.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	৩০-০১-২০২০ তারিখ	১								১

ক্রম	উদ্দেশ্য	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)					প্রক্ষেপণ (projection) 2019-2020)	অর্জন ডিসেম্বর ২০১৯	অর্জিত মান ২০১৯-২০২০
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
			বিভাগে প্রেরণ											
			১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	২৪-০৬-২০২০ তারিখ	৩								৩
			১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	২৫-০৬-২০২০ তারিখ	১								১

খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্যোগসমূহ:

খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূর্বে উদ্ভাবিত ১১ টি বাস্তবায়িত উদ্যোগসমূহের তালিকা;

ক্রমিক নং	উদ্যোগ সমূহ	মন্তব্য
১	ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রয়	বাস্তবায়িত
২	খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ও এমএস) মনিটরিং এ্যাপ	বাস্তবায়িত
৩	নিরাপদ পথ খাবার বিক্রয়	বাস্তবায়িত
৪	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর আওতায় ভোক্তাদের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি মনিটরিং	বাস্তবায়িত
৫	ও এম এস কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন	বাস্তবায়িত
৬	নিরাপদ সাইলো (সাইলোতে দুর্ঘটনা নিরোধক ব্যবস্থাপনা ফরমের মাধ্যমে দায়িত্বরত ফোরম্যান/সুপারভাইজার অথবা দায়িত্বরত ব্যক্তির সেফটি ইকুইপমেন্ট ব্যবহার নিশ্চিতকরণ) ।	বাস্তবায়িত
৭	প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ	বাস্তবায়িত
৮	রেঁস্তোরাসমূহের খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত কল্পে নিরাপদ খাদ্য এলাকা তৈরী	বাস্তবায়িত
৯	খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা	বাস্তবায়িত
১০	এ সি আর ডিজিটালাইজেশন	বাস্তবায়িত
১১	এসএমএস এর মাধ্যমে ভোক্তাদের অবহিত করে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর আওতায় চাল বিতরণ কার্যক্রম	বাস্তবায়িত

২০১৯-২০ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং চলমান উদ্যোগসমূহের তালিকা;

ক্রমিক নং	উদ্যোগ সমূহ	মন্তব্য
১	কৃষকের অ্যাপ	বাস্তবায়িত
২	এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিতরণকৃত সিল প্রদান	বাস্তবায়িত
৩	খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান।	বাস্তবায়িত
৪	গ্রেডপ্রাপ্ত হোটেল/রেস্তোরার কিচেন এরিয়ায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশের নজরদারি ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন	বাস্তবায়িত
৫	হোটেল/রেস্তোরায় খাদ্য প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার যথাযথ পর্যবেক্ষন	বাস্তবায়িত
৬	শ্রমঘন এলাকায় ওএমএস এর চাল ও আটা বিক্রি বিষয়ক খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের কার্যক্রমের প্রতিবেদন	বাস্তবায়নাধীন

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন ২০১৯-২০

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভাবন টিম গঠন করা হয়েছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে উদ্ভাবন টিমসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

০১। উদ্যোগের শিরোনাম: কৃষকের অ্যাপ।

০২। সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়:

বোরো বা আমন সংগ্রহ মৌসুমের শুরুতে ধান সংগ্রহের জন্য এফপিএমসি সভা হয়। উক্ত সভায় কৃষকের নিকট হতে কী পরিমান ধান সংগ্রহ করা হবে সেই সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধোন্তের আলোকে প্রত্যেক উপজেলায় উৎপাদনের ভিত্তিতে ধানের বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহ করার জন্য কৃষি বিভাগ হতে প্রাপ্ত কৃষকের তালিকা হতে লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন করা হয়। কৃষকদের অবহিত করার জন্য নির্বাচিত কৃষকের তালিকা উপজেলা প্রশাসনের কার্যালয়, খাদ্য গুদাম ও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে টানানো হয়। নির্বাচিত কৃষক বিনির্দেশ সম্পন্ন ধান গুদামে সরবরাহ করলে কৃষকে ধানের মূল্য পরিশোধের ওমম সনদ প্রদান করা হয়।

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ:

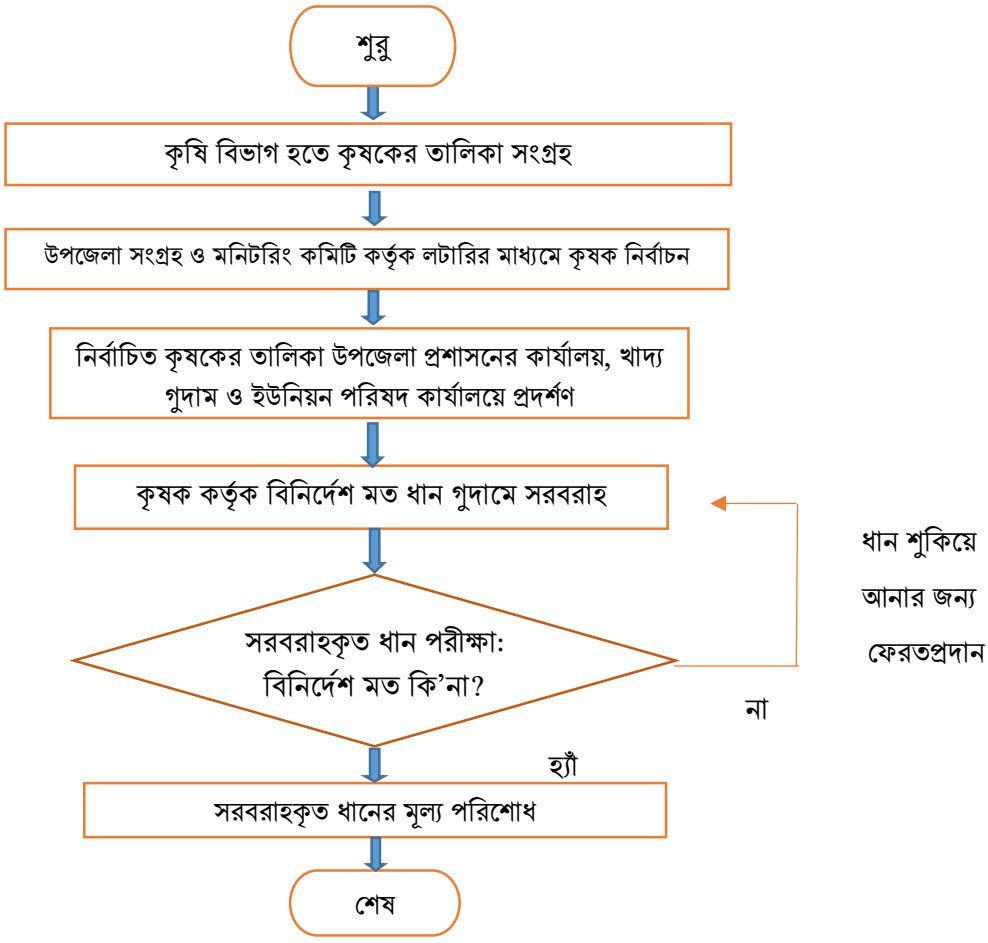

০৩। বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমস্যাসমূহ:

ক. কৃষকের তালিকা কৃষি বিভাগ কর্তৃক সরবরাহ করতে বিলম্ব হয়।

খ. ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে লটারি সম্পন্ন করতে অনেক সময় প্রয়োজন হয়।

গ. নির্বাচিত কৃষককের তালিকা প্রনয়ণ, কম্পিউটার কম্পোজ, কম্পোজকৃত তালিকা যাচাই, কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর গ্রহণ ও প্রকাশে বিলম্ব হয়।

ঘ. কৃষকে উপজেলা প্রশাসনের কার্যালয়, খাদ্য গুদাম ও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে গিয়ে জানতে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন কি'না।

ঙ. ধান সরবরাহ ও মূল্য পরিশোধের ওমম সংগ্রহের জন্য কৃষককে দুই বার গুদামে আসতে হয়।

০৪। সমস্যা সমাধানে আইডিয়ার বিবরণ:

বোরো বা আমন সংগ্রহ মৌসুমের শুরুতে কৃষক নিবন্ধন ও নিবন্ধিত কৃষক কর্তৃক ধান সরবরাহের আবেদন প্রেরণের জন্য আগ্রহী কৃষকের নিকট হতে অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গ্রহণ করা হয়। কৃষক নিবন্ধন ও ধান সরবরাহের আবেদন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা যাচাই বাছাই করে অনুমোদন করেন। আতঃপর, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি চূড়ান্ত তালিকা হতে এক ক্লিকেই সিস্টেমের মাধ্যমে লটারি সম্পন্ন করেন। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক লাটারিতে নির্বাচিত কৃষককে ধান সরবরাহের সময়সীমা উল্লেখ করে অ্যাপের মাধ্যমে বরাদ্দাদেশ জারি করেন। বরাদ্দাদেশ জারির সাথে সাথে নির্বাচিত কৃষক ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে অবহিত হয়। এছাড়াও কৃষক অ্যাপের মাধ্যমে বা অনলাইন সিস্টেমে জানতে পারে সে নির্বাচিত কি'না। নির্বাচিত কৃষক বিনির্দেশ সম্পন্ন ধান গুদামে সরবরাহ করলে কৃষকের ব্যাংক হিসাবে মূল্য পরিশোধ করার জন্য সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংকে ওমম সনদ প্রেরণ করা হয়। কৃষককে গুদামে আসতে হয় না।

নতুন প্রসেস ম্যাপ:

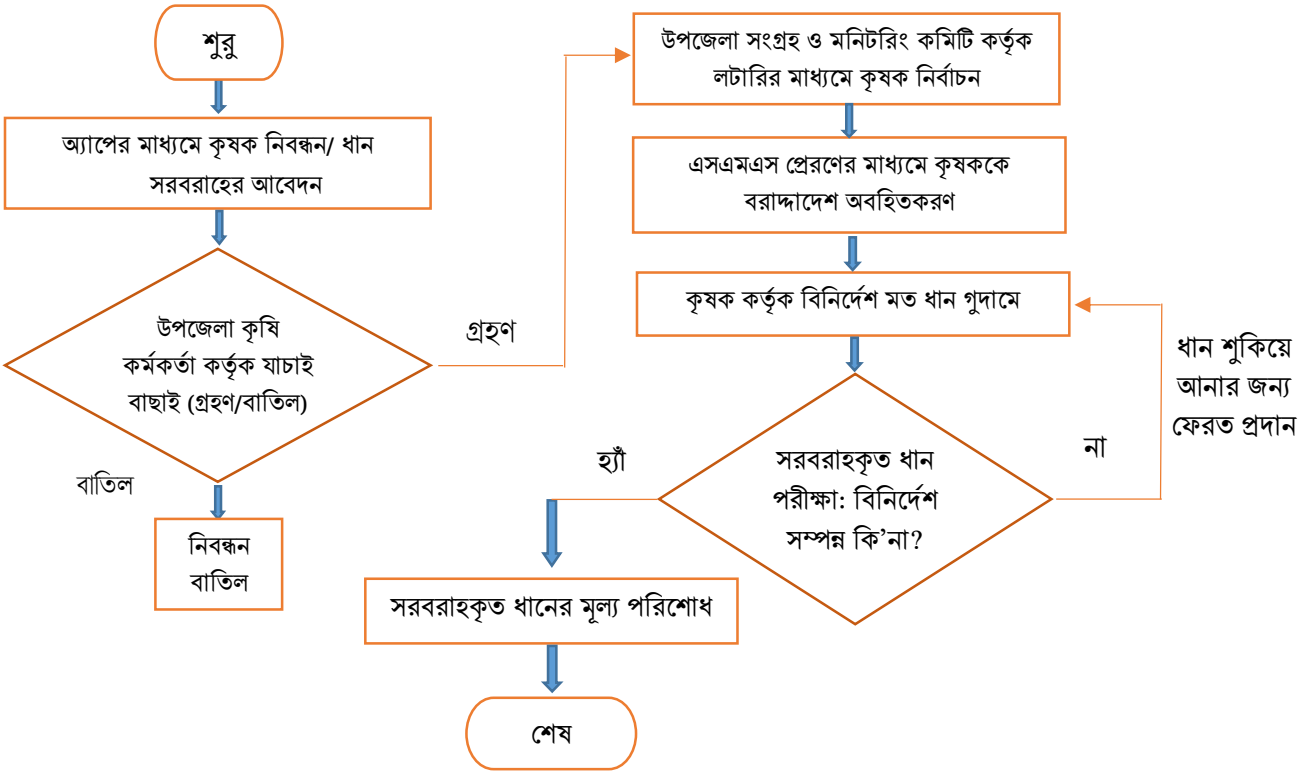

০৫। পাইলটিং এলাকা ও সময়:

সারণী: পাইলটিং উপজেলাসমূহের তালিকা:

বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম	বিভাগ	জেলা	ক্র.নং	উপজেলার নাম
ঢাকা	ঢাকা	১।	সাভার	বরিশাল	বরিশাল	১৩।	বরিশাল সদর
	গাজীপুর	২।	গাজীপুর সদর		ভোলা	১৪।	ভোলা সদর
	ফরিদপুর	৩।	ফরিদপুর সদর	রাজশাহী	নওগাঁ	১৫।	নওগাঁ সদর
	মানিকগঞ্জ	৪।	মানিকগঞ্জ সদর		বগুড়া	১৬।	বগুড়া সদর
	নরসিংদী	৫।	নরসিংদী সদর	রংপুর	রংপুর	১৭।	রংপুর সদর
	কিশোরগঞ্জ	৬।	কিশোরগঞ্জ সদর		দিনাজপুর	১৮।	দিনাজপুর সদর
	রাজবাড়ী	৭।	রাজবাড়ী সদর	খুলনা	ঝিনাইদহ	১৯।	ঝিনাইদহ সদর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৮।	ময়মনসিংহ সদর		যশোর	২০।	যশোর সদর
	জামালপুর	৯।	জামালপুর সদর		বাগেরহাট	২১।	বাগেরহাট সদর
	শেরপুর	১০।	শেরপুর সদর		নড়াইল	২২।	নড়াইলসদর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	সিলেট	হবিগঞ্জ	২৩।	হবিগঞ্জ সদর
	কুমিল্লা	১২।	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ		মৌলভীবাজার	২৪।	মৌলভীবাজার সদর

সময়: আমন/১৯-২০ সংগ্রহ মৌসুম ও বোরো/২০২০ মৌসুমে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত।

০৬। ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	২৫-৩০ দিন তালিকা সংগ্রহ, লটারি ও প্রকাশ	৫০০-৬০০ টাকা	২-৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১৫ দিন (নিবন্ধন ও লটারি)	১০ টাকা	১ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১০-১৫ দিন	৪৯০-৫৯০ টাকা	১-২ বার
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে অর্থাৎ অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে)	১) স্বচ্ছতা এসেছে। ২) এক ক্লিকেই লটারি সম্পন্ন। ৩) এসএমএস এর মাধ্যমে কৃষককে অবহিত করা হচ্ছে। ৪) কৃষকের ব্যাংক হিসাবে মূল্য পরিশোধ। ৫) সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Good Governance) বৃদ্ধি পায়।		

০৭। উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

খাদ্য অধিদপ্তরের টিম		সহযোগিতায়
১। মঞ্জুর আলম সিস্টেম এনালিস্ট খাদ্য অধিদপ্তর	২। আব্দুল্লাহ আল মামুন পরিচালক, চসসা বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

০৮. মেন্টরের তথ্য:

মেন্টর	
১। সারোয়ার মাহমুদ মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর	২। ড: নাজমানারা খানুম সচিব খাদ্য মন্ত্রণালয়

০৯. উদ্যেগ বাস্তবায়নের ছবি:

চিত্র: উদ্যোগ বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকগণের সাথে আযোজিত ভিডিও কনফারেন্স

চিত্র:কৃষকের অ্যাপ পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন পরবর্তী মতবিনিময় সভা

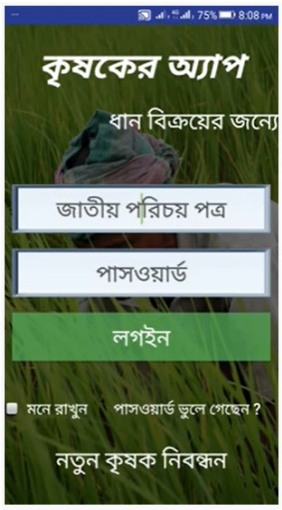

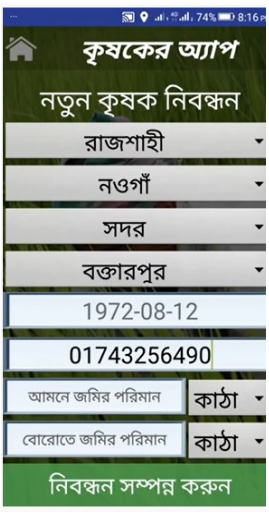

চিত্র: কৃষকের অ্যাপ নিবন্ধন পদ্ধতি

উদ্যোগের শিরোনাম: এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিতরণকৃত সিল প্রদান।

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়:

বর্তমানে এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিতরণের কোন সিল প্রদান করা হয় না। পিএফডিএস খাতে যথা: ওএমএস, খাদ্যবান্ধব, টিআর, কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, ইপি-ওপিসহ বিভিন্ন খাতে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত বস্তায় খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। পাটের বস্তা পুন:ব্যবহারযোগ্য বিধায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের সরকারি সিলমোহরকৃত খালিবস্তা ধান-চালের ব্যবসায়ী, মিল মালিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত খালিবস্তা চাল/গম বস্তাবন্দিকরণে ব্যবহারের ফলে প্রায়শঃ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ- নেই।

বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমস্যাসমূহ:

ক. সরকারি গুদাম হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বস্তায় বিতরণকৃত সিল/বিতরণ চিহ্ন প্রদান না করায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তা দেখে বিতরণের খাত ও এলএসডির নাম সনাক্ত করা যায়না।

খ. গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমের সময় অসাধু ব্যক্তির মাধ্যমে পুনরায় গুদামে ফেরত আসার সুযোগ থাকে।

গ. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও এলএসডি কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রায়শঃ ভুল বোঝাবুঝি/বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

ঘ. খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত খালি বস্তায় বেসরকারী পর্যায়ে খাদ্যশস্য মজুদ রাখা সংক্রান্ত অযাজিত সমস্যা সমাধানে খাদ্য বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সরকারি মূল্যবান কর্মঘন্টা নষ্ট হয়।

সমস্যা সমাধানে আইডিয়ার বিবরণ:

ডি.ও গ্রহীতা কর্তৃক খাদ্যশস্যের সরবরবাহ নেয়ার জন্য ট্রাক/উপযুক্ত যান গুদামের লোডিং ডকে প্লেস করা হয়। এলএসডির শ্রমিকগণ খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা ট্রাক/যানে বোঝাইকালে রাবার স্ট্যাম্প ও কাঠের দ্বারা তৈরি বিতরণকৃত সিলে অমোচনীয় লাল রং লাগিয়ে প্রত্যেক বস্তার গায়ে **‘বিতরণকৃত, বিতরণের খাতের নাম, বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি’** সিল প্রদান করা হয়। সিলের আকার ৮ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি। রেড হান্ড্রেড রংয়ের সাথে ফ্লেক্সো থিনার মিশিয়ে লাল রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। ট্রে’র মধ্যে রাখা ফোমে রংয়ের মিশ্রণ ঢালা হয় এবং উক্ত রংয়ের মধ্যে রাবার স্ট্যাম্প ছাপ দিয়ে খাদ্যশস্যের বস্তায় ‘বিতরণকৃত’ সিল প্রদান করা হয়। থিনার ব্যবহারের কারণে রং দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং স্পষ্ট হয়।

নতুন প্রসেস ম্যাপ:

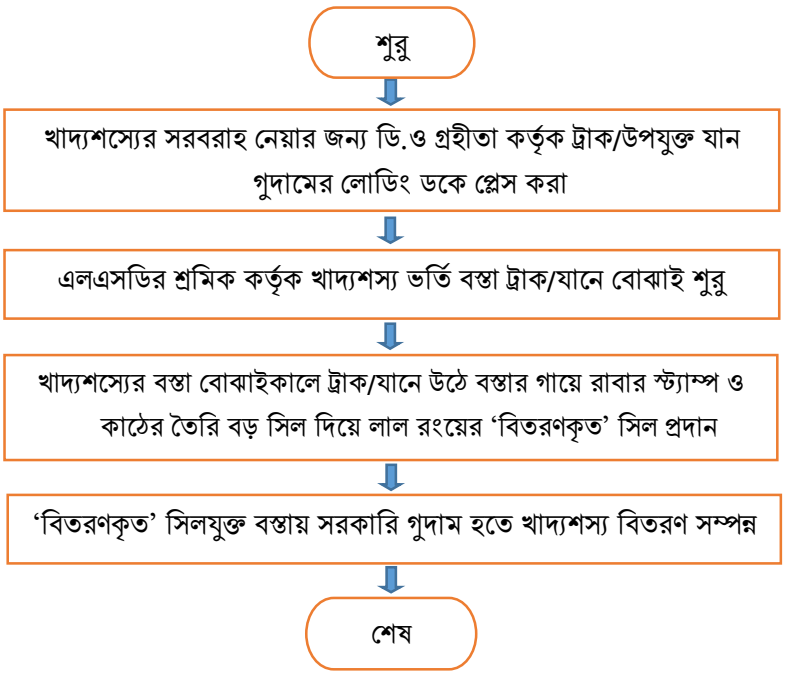

পাইলটিং এলাকা ও সময়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি।

সময়: ডিসেম্বর/১৯-ফেব্রুয়ারি/২০ মাস।

ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৮-১০ ঘন্টা	৫০০০-৬০০০ টাকা	২-৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০.২০-০.৫০ ঘন্টা	৫-১০ টাকা	০
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৭.৫-৮ ঘন্টা	৪৯৯৫-৫৯৯০ টাকা	২-৩ বার
অন্যান্য সুবিধা (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে অর্থাৎ অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে)	১) গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের বস্তা দেখে সহজেই বিতরণের খাত ও এলএসডির নাম সনাক্ত করা যায়। ২) গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্য পুনরায় গুদামে ফেরত আসার সুযোগ নেই। ৩) আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, খাদ্য বিভাগ ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় না। ৪) সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Good Governance) বৃদ্ধি পায়।		

উদ্যোগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক:

ক) 'বিতরণকৃত' সিল তৈরি:

হাতলওয়ালা কাঠের ফ্রেমের সাথে 'বিতরণকৃত, বিতরণের খাতের নাম, বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি' লিখা সম্বলিত রাবার স্ট্যাম্প উন্নতমানের গাম দিয়ে লাগিয়ে 'বিতরণকৃত' সিল তৈরি করা হয়।

রাবার স্ট্যাম্পের পরিমাপ: ৮ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি। রাবারের থিকনেস- ০৭ মি.মি.। মূল অক্ষর ও সংখ্যার আকার: 'বিতরণকৃত'- ০২ সে.মি. এবং বিতরণের খাত, এলএসডির নাম- ১.৫ সে.মি।

রাবার স্ট্যাম্প লাগানোর জন্য হাতলওয়াল কাঠের ফ্রেম: ৮.২৫ ইঞ্চি × ৪.২৫ ইঞ্চি। রাবার স্ট্যাম্প উন্নত মানের গাম দিয়ে কাঠের ফ্রেমের সাথে লাগানো হয়। প্রতিটি সিল তৈরির খরচ স্থানভেদে ১৮০০-২০০০ টাকা। একটি এলএসডির জন্য গড়ে খাতভিত্তিক ০৮-১০টি সিল তৈরি করার প্রয়োজন হয়।

খ) অমোচনীয় কালি/রংয়ের বিবরণ:

রেড হান্ড্রেড লিকুইডের সাথে ১ অনুপাত ৪ পরিমাপে ফ্লেক্সো থিনার মিশানো হয়। ১০০ মি.লি. রেড হান্ড্রেড এর সাথে ৪০০ মি.লি. ফ্লেক্সো থিনার মিশিয়ে লাল রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। ট্রে'র মধ্যে রাখা ফোমে রংয়ের মিশ্রণ ঢালা হয় এবং উক্ত রংয়ের মধ্যে রাবার স্ট্যাম্প ছাপ দিয়ে খাদ্যশস্যের বস্তায় 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান করা হয়। থিনার ব্যবহারের কারণে রং দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং স্পষ্ট হয়। তৈরিকৃত রংয়ের মিশ্রণ দিয়ে প্রায় ৫০০ পিস বস্তায় বিতরণকৃত সিল প্রদান করা যায় এবং প্রস্তুতকৃত রংয়ের মিশ্রণ ২-৩ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

গ) কালি/রংয়ের খরচ:

ক্র.নং	আইটেমের নাম	খরচের পরিমাণ (প্রতি লিটার/টাকা)
১	রেড হান্ড্রেড লিকুইড	৫০০/-
২	ফ্লেক্সো থিনার	২০০/-
মোট		৭০০/-

বিতরণকৃত সিল প্রদানের জন্য বস্তা প্রতি রংয়ের খরচ- ৩০ পয়সা। রেড হান্ড্রেড লিকুইড এবং ফ্লেক্সো থিনার ২০-২৫ লিটার ড্রামে পাওয়া যায়।

ঘ) কিভাবে বস্তায় সিল প্রদান করা হয়:

খাদ্যশস্য ডেলিভারী নেয়ার জন্য আগত ট্রাক/যানে খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা বোঝাইকালে ট্রাক/যানে উঠে একজন নির্ধারিত শ্রমিক বস্তার গায়ে 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান করেন।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রিসোর্সের পরিমাণ:

উদ্যোগটি বাস্তবায়নের জন্য ৫-৬ বারের প্রচেষ্টায় (ট্রায়াল) চূড়ান্ত সিলটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের রং, থিনার, সয়াবিন তেল, কেরোসিন ব্যবহার করে ৭-৮ বার ট্রায়াল দিয়ে কালি/রং চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাস্তবায়নকারী টিমকে একাধিকবার নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় গমণ করতে হয়েছে। ট্রায়ালের জন্য বিভিন্ন ধরনের সিল তৈরি, ট্রায়ালের জন্য বিভিন্ন ধরনের রং ক্রয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডির জন্য খাতভিত্তিক ১০টি সিল তৈরি, পাইলটিং কাজে ব্যবহারের জন্য রং ক্রয়, সিল প্রদানের জন্য খন্ডকালীন শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ ও পাইলট প্রকল্পের ভিডিও তৈরিসহ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মোট **১,০১,৯০০ টাকা** খরচ হয়েছে।

উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	মেন্টর
সুবীর নাথ চৌধুরী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন পরিচালক চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

খাতভিত্তিক সিলের নমুনা

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
খাদ্যবান্ধব

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
ওএমএস

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
ভিজিডি

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
ভিজিএফ

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
জিআর

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
টিআর

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
পুলিশ রেশন

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
বিজিবি রেশন

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
সেনাবাহিনী

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
কারাগার রেশন

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
ফায়ার সার্ভিস

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
কাবিখা

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
বিশেষ প্রকল্প

বিতরণকৃত
বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি
সম্প্রীতি ও উন্নয়ন

প্রাপ্তি স্থান:

সিল: এস.এ সাইন, ২৭/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা, মোবাইল: ০১৭২৬-৬৮২১৪৫।

কালি/রং: মাহিন এন্টারপ্রাইজ, ৫৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা, মোবাইল নম্বর: ০১৯১১-৪১০২০৮।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের চিত্র:

চিত্র: ইনোভেশন ওয়ার্কশপ: বিতরণকৃত সিল পরিমার্জনে সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় এর দিক নির্দেশনা

চিত্র: বিতরণকৃত সিল

চিত্র: রাবার স্ট্যাম্প

চিত্র: রেড হান্ড্রেড লিকুইড, ফ্লেক্সো থিনার, ট্রে, ফোম

চিত্র: বিতরণকৃত সিলযুক্ত বস্তা

উদ্যোগের শিরোনাম: খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান।

সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়:

বোরো বা আমন সংগ্রহ মৌসুমের শুরুতে সংগ্রহ কার্যক্রমে ব্যবহার্য পরিমাণ খালি বস্তায় এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুদামে নিয়োজিত শ্রমিকদের দিয়ে 'সংগ্রহ মৌসুম ও এলএসডির নাম' সম্বলিত স্টেনসিল ছাপ প্রদান করেন। এলএসডির নাম সম্বলিত নির্দিষ্ট সংখ্যক খালি বস্তা চুক্তিবদ্ধ মিল মালিক তার মিলে নিয়ে যান এবং মিলের নাম, ঠিকানা সম্বলিত স্টেনসিল ছাপ প্রদান করে বস্তাভর্তি চাল এলএসডিতে সরবরাহ করেন।

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ:

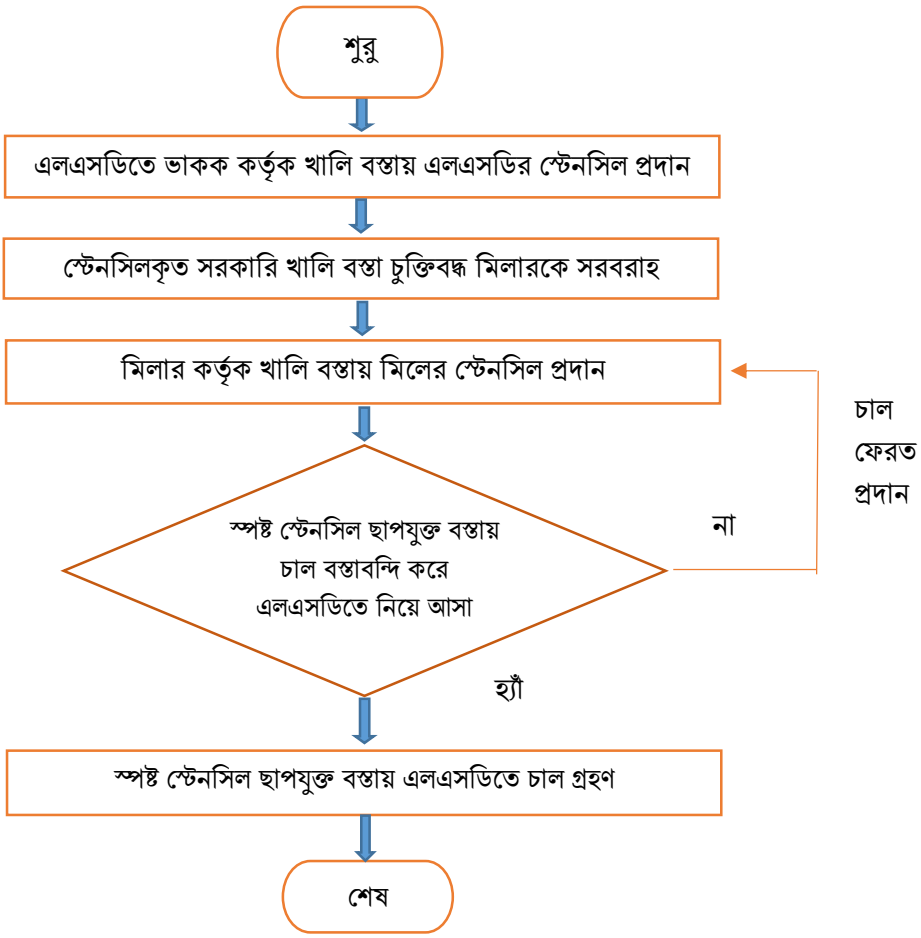

বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমস্যাসমূহ:

ক. টিনের মধ্যে অক্ষর লিখে স্টেনসিল বানানো হয় বিধায় বস্তায় প্রদত্ত স্টেনসিল স্পষ্ট হয়না।

খ. স্টেনসিলের রং লেপ্টে যায়/ দীর্ঘস্থায়ী হয়না।

গ. প্রায়শঃ বস্তার স্টেনসিল দেখে চাল সরবরাহকারী মিলার, এলএসডির নাম ও সংগ্রহ মৌসুম সনাক্ত করা যায় না।

ঘ. এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও মিলারকে একই বস্তায় আলাদাভাবে স্টেনসিল প্রদান করতে হয় অর্থাৎ একই প্রকৃতির কাজ দুইবার করা হয়, ফলে সময় বেশি লাগে।

সমস্যা সমাধানে আইডিয়ার বিবরণ:

কাঠের ফ্রেমে কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপারে মিলের নাম, ঠিকানা, সংগ্রহ মৌসুম, এলএসডির নাম, জেলা, উৎপাদনের সময় লিখে ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের ভিতরের বর্ডারের পরিমাপ: ১৬ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি। মূল অক্ষর ও সংখ্যার আকার ১.২৫ ইঞ্চি - ১.৫ ইঞ্চি। পানির মধ্যে সবুজ পাউডার রং ও লিকুইড সাদা গাম মিশিয়ে রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। একটি টেবিলে খালিবস্তা রেখে তার উপর (খাদ্য অধিদপ্তরের লোগে সম্বলিত বস্তার অপরপিঠ) স্ক্রিন প্রিন্টের ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেমটি রাখা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের উপর প্রস্তুতকৃত রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবার লাগানো কাঠের হ্যান্ডেল দ্বারা ঘষা দিয়ে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করা হয়। স্টেনসিল দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং স্পষ্ট হয়। মিলার নিজ খরচে তার মিলের জন্য ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করেন এবং নিজের মিলে এলএসডি হতে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় মিল ও এলএসডির ডিজিটাল স্টেনসিল ছাপ (স্ক্রিন প্রিন্ট) প্রদান করেন।

নতুন প্রসেস ম্যাপ:

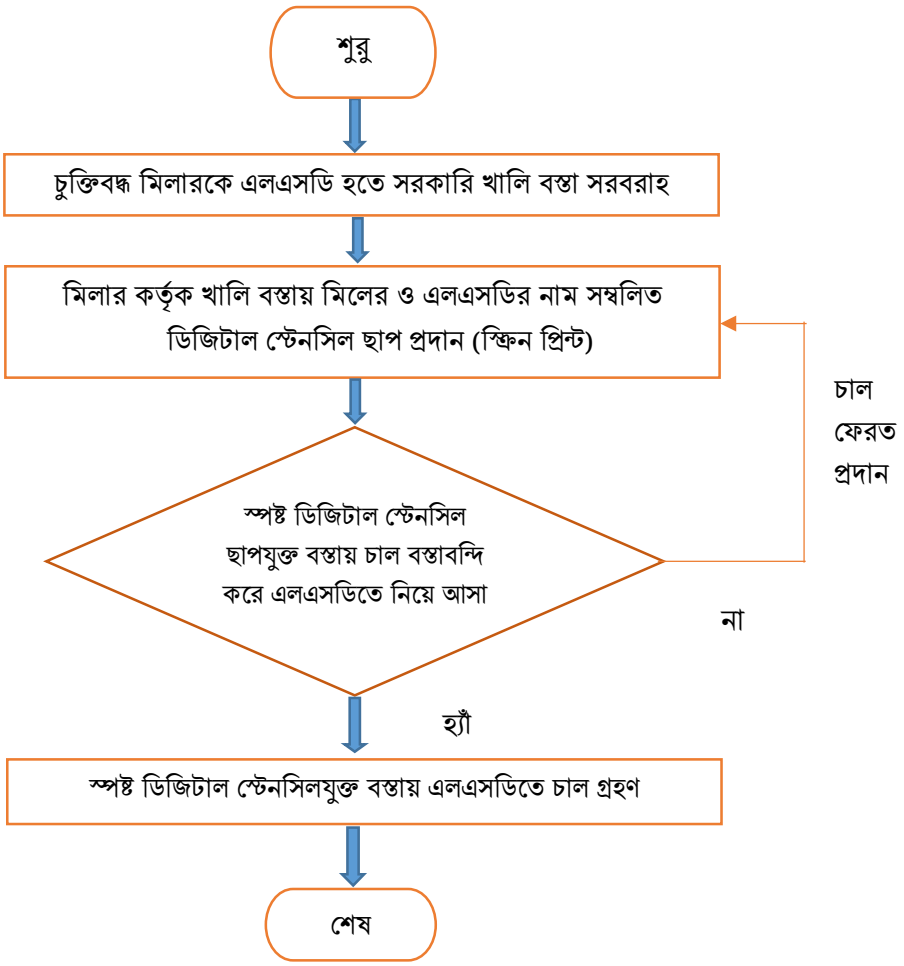

পাইলটিং এলাকা ও সময়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার সকল মিল এবং আশুগঞ্জ উপজেলাধীন ১১টি অটোমেটিক রাইস মিল।

সময়: আমন/১৯-২০ সংগ্রহ মৌসুম।

ফলাফল (TCV++):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে (এলএসডিতে ও মিলে প্রায় ২০০০ পিস বস্তায় স্টেনসিল প্রদান)	৫-৬ ঘন্টা	৫০০-৬০০ টাকা	১-২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২-৩ ঘন্টা	৫০০-৬০০ টাকা	১-২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২-৩ ঘন্টা	একই	একই
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে অর্থাৎ অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে)	১) চাল সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল থাকে। ২) স্টেনসিলের রং দীর্ঘস্থায়ী হয়/ সহজে মুছে যায়না। ৩) বস্তার স্টেনসিল দেখে সহজেই চাল সরবরাহকারী মিলার, এলএসডির নাম, সংগ্রহ মৌসুম, উৎপাদনের সময় সনাক্ত করা যায়। ৪) সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Good Governance) বৃদ্ধি পায়।		

উদ্যোগ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক:

ক) ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেম তৈরি ও ছাপ প্রদান:

কাঠের ফ্রেমে কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপার লাগিয়ে ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের ভিতরের বর্ডারের পরিমাপ: ১৬ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি। মূল অক্ষর ও সংখ্যার আকার ১.২৫ ইঞ্চি - ১.৫ ইঞ্চি। একটি টেবিলে খালিবস্তা রেখে তার উপর (খাদ্য অধিদপ্তরের লোগে সম্বলিত বস্তার অপরপিঠ) স্ক্রিন প্রিন্টের ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেমটি রাখা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের উপর প্রস্তুতকৃত রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবার লাগানো কাঠের হ্যান্ডেল দ্বারা ঘষা দিয়ে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করা হয়।

খ) টেকসই রংয়ের মিশ্রণ তৈরির প্রক্রিয়া:

০৫ লিটার পানির সাথে দুই চা চামচ বা ৩০ গ্রাম সবুজ রংয়ের পাউডার (মিনা রং) এবং ১৫০ মি.লি. সাদা গাম মিশিয়ে ৬০০-৭০০ পিস খালি বস্তায় স্টেনসিল প্রদানের জন্য রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। মিশ্রিত রং ০৩-০৪ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

গ) স্টেনসিলের খরচ (১০০০ পিস বস্তা):

ক্র.নং	আইটেমের নাম	খরচের পরিমাণ (টাকা)
১	স্ক্রিন প্রিন্টসহ ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেম	৮০০/-
২	রং (৫০ গ্রাম)	৫০/-

৩	গাম (২৫০ গ্রাম)	১০০/-
৪	পানি	-
মোট		৭৫০/-

প্রতি পিস বস্তায় স্টেনসিল প্রদানের জন্য গড়ে খরচ- ৫০ পয়সা।

ঘ) স্টেনসিল কে, কোথায় প্রয়োগ করবে:

চালের বরাদ্দপ্রাপ্ত রাইস মিলার তার মিলে সরকারি বস্তায় স্টেনসিল প্রয়োগ করবে।

ঙ) গুদাম হতে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় মিলারের চাল জমাদান নিশ্চিতকরণ:

খাদ্য অধিদপ্তরের সরবরাহকৃত বস্তায় বস্তা উৎপাদনকারী জুট মিলের নাম/কোড নম্বর লিখা থাকে। চুক্তিবদ্ধ রাইস মিলারকে গুদাম হতে বস্তা সরবরাহের সময় বস্তা উৎপাদনকারী জুট মিলের নাম/কোড নম্বর খামাল কার্ড/রেজিস্টারে লিখে রাখা হয়। মিলার চাল জমাদানের সময় বস্তার গায়ে উৎপাদনকারী জুট মিলের নাম/কোড নম্বর ক্রসচেক করে গুদাম হতে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় চাল জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রিসোর্সের পরিমাণ:

চাল সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ রাইস মিলার নিজ খরচে ডিজিটাল স্ক্রিন প্রিন্ট তৈরি করে তার মিলে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করেন। পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য স্টেনসিল ফ্রেম, রং ও সাদা গাম ক্রয়, মিল মালিক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে ডেমনস্ট্রেশন এবং পাইলটিং ভিডিও তৈরির জন্য মোট ৩২,৫০০ টাকা খরচ হয়েছে।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিদ্যমান নীতিমালা/ আইন/ সার্কুলারে পরিবর্তন:

খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্টেনসীর প্রদানের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুচ্ছেদে বলা আছে "খালি বস্তার একপিঠে এলএসডি/সিএসডি ও জেলার নামসহ সংগ্রহ মৌসুম (বোরো/আমন) স্পষ্টভাবে লেখা স্টেনসিল দিয়ে মিলারকে বস্তা সরবরাহ করতে হবে। মিল থেকে সরাসরি গৃহীত চাল এবং ধান ছাঁটাইয়ের প্রাপ্ত ফলিত চাল, উভয় ক্ষেত্রে মিলার বস্তার অপরপিঠে নিচের দিকে মিলের নাম সম্বলিত স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপ (অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে দুই ইঞ্চি) প্রদান করবেন। স্টেনসিলের ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা কোন গুদামে গ্রহণ করা যাবে না।"

নীতিমালায় পরিবর্তন প্রয়োজন *(অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর ১৩(গ) অনুচ্ছেদ):*

"মিল থেকে সরাসরি গৃহীত চাল এবং ধান ছাঁটাইয়ের প্রাপ্ত ফলিত চাল, ***উভয় ক্ষেত্রে মিলার খাদ্য অধিদপ্তরের লোগো সম্বলিত*** *বস্তার অপরপিঠে মিলের নাম, উপজেলা, সংগ্রহ মৌসুম (বোরো/আমন), এলএসডি/সিএসডি, জেলার নাম ও* ***উৎপাদনের সময় সম্বলিত স্ক্রিন প্রিন্টের তৈরি ডিজিটাল*** *স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপ (মূল অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে ১.২৫-১.৫ ইঞ্চি) প্রদান করবেন।* ***ডিজিটাল*** *স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি কোন বস্তা গুদামে গ্রহণ করা যাবে না।"*

উদ্যোগটির বাস্তবায়নকারী টিম:

টিম লিডার	মেন্টর
সুবীর নাথ চৌধুরী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মোঃ মাহবুবুর রহমান আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, খুলনা (প্রাক্তন-আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম)

স্টেনসিলের নমুনা

১৬ ইঞ্চি

মে/ এলিগেন্স অটোমেটিক রাইস মিল
আশুগঞ্জ।
আমন/১৯-২০ সংগ্রহ সিদ্ধ চাল
আশুগঞ্জ এলএসডি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
উৎপাদন: ডিসে/১৯-ফেব্রু/২০

১৪ ইঞ্চি

প্রাপ্তি স্থান:

কাঠের ফ্রেমে সংযুক্ত স্ক্রিনপ্রিন্ট ডিজিটাল স্টেনসিল+সবুজ পাউডার রং+লিকুইড সাদা গাম:
নবীন এন্টারপ্রাইজ, প্রোপাইটর: এইচ.এম শহিদুল ইসলাম (সুমন), ঠিকানা: ৬৭/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল নম্বর: ০১৭১১-১২৩৪১৪, ০১৭০৪-১৮৬৬০৩।

স্টেনসিলের নমুনা

চিত্র: বিদ্যমান পদ্ধতির স্টেনসিল

চিত্র: উদ্ভাবিত পদ্ধতির ডিজিটাল স্টেনসিল

চিত্র-২: ০৫ লিটার পানি, দুই চা চামচ রং ও ১৫০ মি.লি. সাদা গাম দিয়ে তৈরি রংয়ের মিশ্রণ

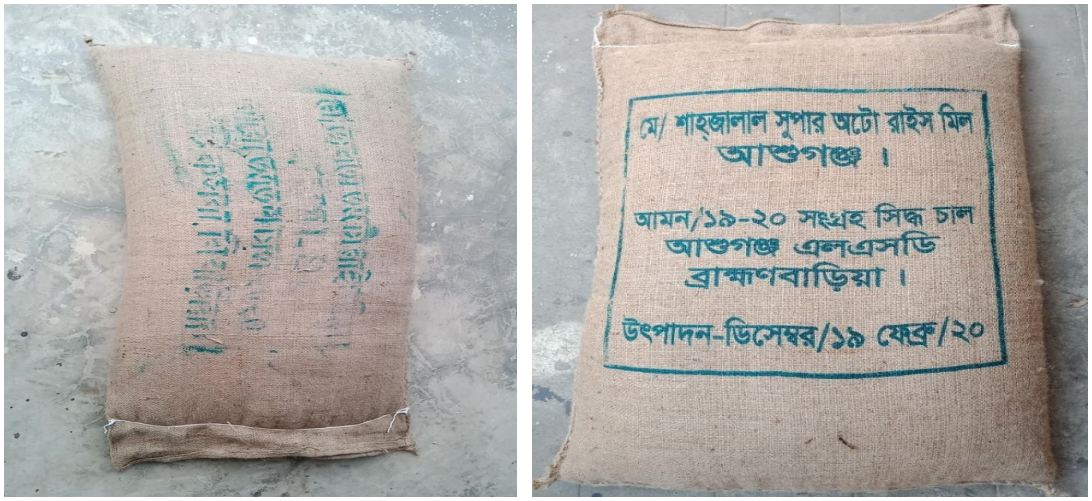

বিদ্যমান পদ্ধতির স্টেনসিলযুক্ত বস্তা উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ডিজিটাল স্টেনসিলযুক্ত বস্তা

চিত্র-৩: উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ডিজিটাল স্টেনসিলযুক্ত চালের বস্তা

কৃষকের অ্যাপের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

চিত্র: কৃষকের অ্যাপের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

চিত্র: মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষকের অ্যাপের মতবিনিময় সভা

চিত্র: কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে কৃষক নিবন্ধনের প্রচারনা

২৯ নভেম্বর-০১ ডিসেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত ইনোভেশন কর্মশালার চিত্র

চিত্র: সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরন

চিত্র: সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের দিক নির্দেশনা বক্তব্য প্রদান

উদ্যোগের শিরোনাম: গ্রেডপ্রাপ্ত হোটেল/রেস্তোরার কিচেন এরিয়ায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশের নজরদারি ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
➢ ঢাকা শহরের নির্দিষ্টসংখ্যক হোটেল/রেস্তোরা চিহ্নিকরণ। ➢ আলকিউমাস নামক একটি বেসরকারি সংস্থাকে পরিদর্শন এর দায়িত্ব প্রদান। ➢ আলকিউমাস কর্তৃক পরিদর্শন ও রিপোর্ট প্রদান। ➢ ফলাফল মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষন। ➢ বিএফএসএ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহন। ➢ ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রেডিং প্রদান। ➢ [A+= 90-100, A=80-90, B=70-79, C=<59]	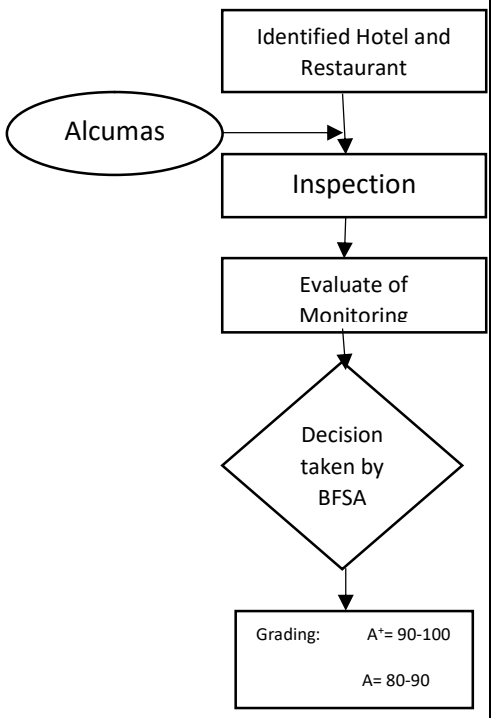

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পিছনের মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারী ভোগান্তি (TCV++)
➢ সঠিক সময়ে পরিদর্শন না করণ ➢ মূল্যায়ণ না করণ ➢ ফলোআপ অ্যাকশন না করা	• দুর্বল পরিদর্শন ব্যবস্থা। • যথাযথ পরিদর্শন না করা। • মানের উন্নয়ন না ঘটানো।	<table><tr><td></td><td>Existing</td></tr><tr><td>T</td><td>5 days</td></tr><tr><td>C</td><td>2500/-</td></tr><tr><td>V</td><td>5 times</td></tr><tr><td>Q</td><td>Very poor</td></tr></table>

সমস্যা এবং এর কারন ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)

Why: Lack of Knowledge.
What: খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ক সচেতনতার অভাব।
Who: হোটেল/রেস্তোরা ব্যবসায়ী।
Where: ফুড প্রসেসিং এরিয়া।
When: রেফ্রিজারেশন, কুকিং ইত্যাদি।
How: কাঁচা ও রান্না করা খাবার একত্রে রেফ্রিজারেটরে রাখা, রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রার আদর্শ মান বজায় না রাখা।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)	সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ)
➢ ডিজিটাল পদ্ধতিতে (অ্যাপস্/ডিভাইস এর মাধ্যমে) হোটেল/রেস্তোরার কিচেন এরিয়ার পরিবেশ চিহ্নিতকরন। ➢ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহন ➢ ডিজিটালি গ্রেডিং প্রদান ➢ যথাযথ সময়ে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষন ➢ ম্যানুয়ালি পদক্ষেপ গ্রহন।	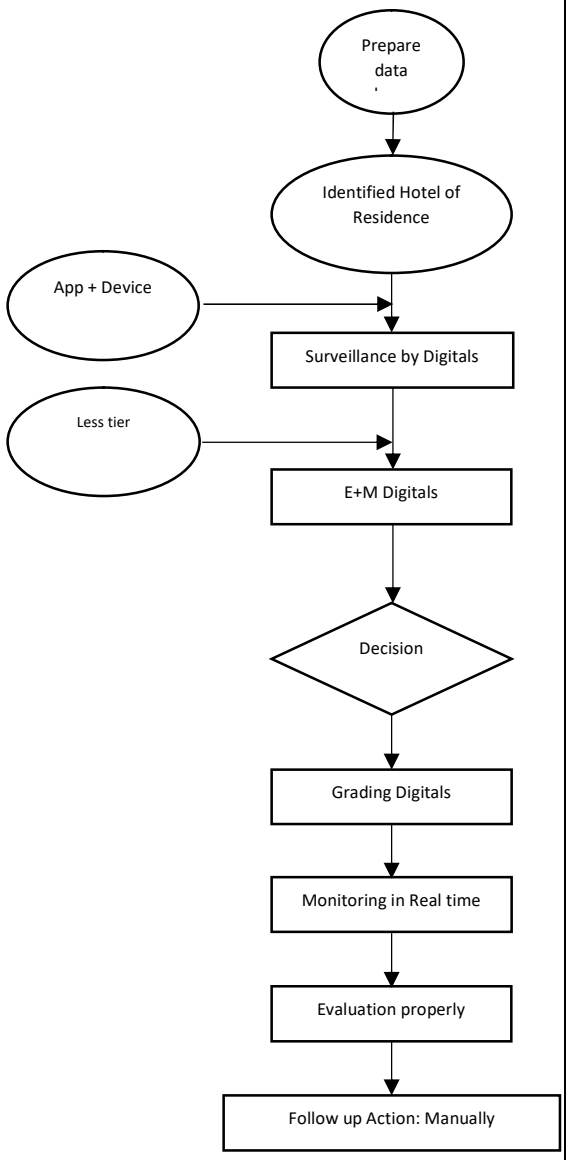

উদ্যোগের শিরোনাম: গ্রেড প্রদানকারী হোটেল/রেস্তোরায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নজরধারি (কিচেন এরিয়া)

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++)			
	সময়(দিন)	খরচ(টাকা)	যাতায়াত (কতবার)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	৫ দিন	2500/-	৫ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	প্রয়োজন নাই	নাই	প্রয়োজন নাই
মোট পার্থক্য	5 দিন	2500/-	৫ বার
অন্যান্য (TCV কমেনি, গুনগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে)	TCV কমেছে এবং গুনগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে		

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?

অ্যাপ ভিত্তিক ডিজিটাল সেবা সংযোজন। ফলে TCV প্রায় শূন্য। হোটেল/রেস্তোরার ফুড প্রসেসিং এলাকাসহ সার্বিক পরিবেশ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষনিক নজরদারিতে থাকবে।

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল):

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
জনাব মো: রেজাউল করিম সদস্য (যুগ্ম সচিব) বিএফএসএ ০১৭২৬৮৯৯০৮৯	জনাব মোছা: কামার জান যুগ্মসচিব (তদন্ত) খাদ্য মন্ত্রণালয় ০১৭২০৮২৮৮২১	জনাব আবু সাইদ মো: নোমান পরিচালক (যুগ্ম সচিব) বিএফএসএ ০১৫৫৮৫৫৮০২৯	জনাব আব্দুন নাসের খান সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান বিএফএসএ ০১৭১৭৮৩৫২৬৭	জনাব আবদুর রহমান উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার বিএফএসএ ০১৭১০৮৮৫১৩৪

সদস্য-৫	সদস্য-৬
জনাব শম্পা কুন্ডু উপ-পরিচালক বিএফএসএ ০১৭১৭৩১৪২০৩	জনাব হোসনে আরা পপি উপ-পরিচালক বিএফএসএ ০১৮৩০০৫৭৫৭৫

কহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহ জড়িত)			
আইডিয়ার অনুমোদনকারী: **চেয়ারম্যান, বিএফএসএ**	পার্টনার: **আইএফএস-বি প্রকল্প**	পরামর্শক/সহায়তাকারী: **এটুআই, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়**	বিরোধীতাকারী (যদি থাকে) **হোটেল/রেস্তোরা ব্যবসায়ী**

কাজ	কে করবে?	সময়কাল (মাস/তারিখ)					
		জানুয়ারি-২০২০	ফেব্রুয়ারি-২০২০	মার্চ-২০২০	এপ্রিল-২০২০	মে-২০২০	জুন-২০২০
অনুমোদনকারী/উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহন	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান	২৬/১২/২০১৯					
চূড়ান্ত পাইলটিং টিম গঠন ও তাদের সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহন	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান		০২/০১/২০২০				
সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহন	চেয়ারম্যান বিএফএসএ			১৫/০১/২০২০			
সেবাগ্রহীতাদের সাথে আইডিয়া সম্পর্কে ও মতামত গ্রহন	চেয়ারম্যান বিএফএসএ				০২/০২/২০২০		
সকল পর্যায়ের মতামত সমূহের সংকলন ও আইডিয়াটি চূড়ান্তকরণ	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান					১০/০৩/২০২০	
বাজেট চূড়ান্তকরন	চেয়ারম্যান বিএফএসএ						১৫/০৩/২০২০
বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন প্রাপ্তি/গ্রহন	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						২০/৩/২০২০

প্রয়োজনীয় রিসোর্স:			
খাতসমূহ	**বিবরন**	**প্রয়োজনীয় অর্থ (প্রাক্কলিত)**	**উৎস**
○ জনবল: ○ কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফ্টওয়ার/কম্পিউটার): ○ বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী/বাল্ক এস এম এস ইত্যাদি): ○ অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি):	বিএফএসএ কর্তৃপক্ষের- ৫ জন কম্পিউটার- ৫টি অফিস ফার্নিচার পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যক হোটেল/রেস্তোরার ম্যানেজারিয়াল লেভেলে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	১০ লক্ষ ২ লক্ষ ১ লক্ষ	বিএফএসএ তহবিল বিএফএসএ তহবিল বিএফএসএ তহবিল

				ই-মেইল	**পাইলটিং এলাকা**
				rejaul8283@gmail.com	মতিঝিল এলাকার ৫ টি হোটেল, ঢাকা
				jsinquiry@mofood.gov.bd	
				asmnoman5366@gmail.com	
				ad2latc@gmail.com	
				abdurr657@gmail.com	
				shampakundu29bcs@yahoo.com	
				hosnearapopy30@gmail.com	

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

তারিখ: ২৮/০১/২০২০

চিহ্নিত সেবার নাম: **হোটেল/রেস্তোরায় খাদ্য প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার যথাযথ পর্যবেক্ষন**

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
❖ Monitoring by committee ❖ Inspection by Magistrates ❖ Instruction given by Posters/Banners. ❖ Gradation by following check list ❖ Unsustainable status of the Restaurant	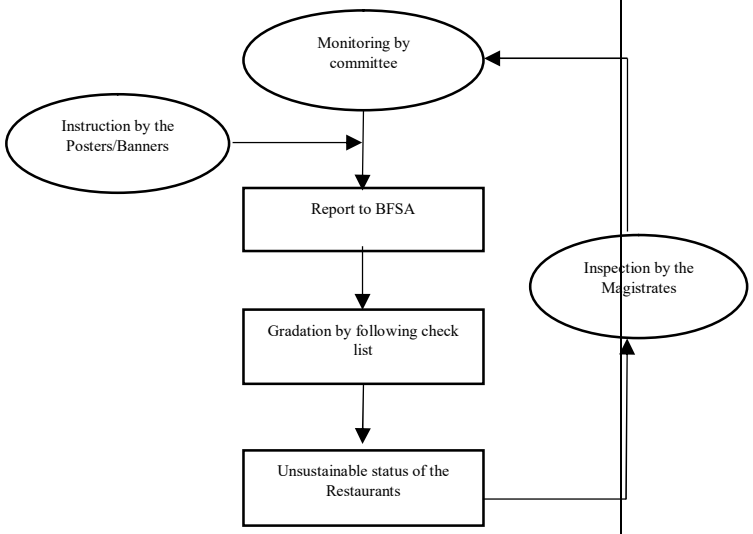

A	80-90	Good
B	70-79	Medium
C	1<59	Poor

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পিছনের মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারী ভোগান্তি
➢ সঠিক সময়ে পরিদর্শন না করণ ➢ মূল্যায়ণ না করণ ➢ ফলোআপ অ্যাকশন না করা	● দুর্বল পরিদর্শন ব্যবস্থা। ● যথাযথ পরিদর্শন না করা। ● মানের উন্নয়ন না ঘটানো।	

	Existing
T	5 days
C	2500/-
V	5 times
Q	Very poor

সমস্যা এবং এর কারন ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)

Why: Lack of Knowledge.
What: খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ক সচেতনতার অভাব।
Who: হোটেল/রেস্তোরা ব্যবসায়ী।
Where: ফুড প্রসেসিং এরিয়া।
When: রেফ্রিজারেশন, কুকিং ইত্যাদি।
How: কাঁচা ও রান্না করা খাবার একত্রে রেফ্রিজারেটরে রাখা, রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রার আদর্শ মান বজায় না রাখা।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)	সমস্যার প্রস্তাবিত **সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ)**

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: হোটেল/রেস্তোরায় খাদ্য প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার যথাযথ পর্যবেক্ষন

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++)

	সময়(দিন)	**খরচ(টাকা)**	**যাতায়াত (কতবার)**
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	**৫ দিন**	2500/-	৫ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	প্রয়োজন নাই	নাই	প্রয়োজন নাই
মোট পার্থক্য	5 দিন	2500/-	৫ বার
অন্যান্য (TCV কমেনি, গুনগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে)	TCV কমেছে এবং গুনগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে যা ভোক্তাদের **তৃপ্তি** দান করবে।		

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?
TCV প্রায় শূন্য। হোটেল/রেস্তোরার ফুড প্রসেসিং এলাকাসহ সার্বিক পরিবেশ দেশব্যাপী কর্তৃপক্ষের নিয়মিত পর্যবেক্ষনে থাকবে। ফলে ভোক্তা সাধারণ নিশ্চিন্ত মনে নিরাপদ খাদ্য গ্রহন করতে পারবে।

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল):

টিম লিডার	**সদস্য-১**	**সদস্য-২**	**সদস্য-৩**	**সদস্য-৪**

জনাব আব্দুন নাসের খান সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান বিএফএসএ ০১৭১৭৮৩৫২৬৭	জনাব আবদুর রহমান উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার বিএফএসএ ০১৭১০৮৮৫১৩৪	ড. সহদেব চন্দ্র সাহা পরিচালক প্রয়োগ ও প্রতিপালন বিএফএসএ ০১৭১৭৮৩৫২৬৭	এ এস এস এম জুবেরী পরিচালক পরীক্ষাগার সমন্বয় বিএফএসএ ০১৭২০০০২৯৮৯	মুহম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী পরিচালক সংস্থাপন ও পরিবিক্ষন বিএফএসএ

সদস্য-৫			
আবু হেনা মোস্তফা কামাল উপসচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য প্রযুক্তি বিএফএসএ 01715121840	মো: কাওছারুল ইসলাম সিকদার অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব) বিএফএসএ ০১৭৯০১৭৭৯৪৫	জনাব শম্পা কুন্ডু উপ-পরিচালক বিএফএসএ ০১৭১৭৩১৪২০৩	জনাব হোসনে আরা পপি উপ-পরিচালক বিএফএসএ ০১৮৩০০৫৭৫৭৫

স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহ জড়িত)			
আইডিয়ার অনুমোদনকারী: **চেয়ারম্যান, বিএফএসএ**	পার্টনার: **আইএফএস-বি প্রকল্প**	পরামর্শক/সহায়তাকারী: **এটুআই, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়**	বিরোধীতাকারী (যদি থাকে) **হোটেল/রেস্তোরা ব্যবসায়ী**

কাজ	**কে করবে?**	**সময়কাল (মাস/তারিখ)**					
		জানুয়ারি-২০২০	**ফেব্রুয়ারি-২০২০**	**মার্চ-২০২০**	**এপ্রিল-২০২০**	**মে-২০২০**	**জুন-২০২০**
অনুমোদনকারী/উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহন	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান	২৬/১২/২০১৯					
চূড়ান্ত পাইলটিং টিম গঠন ও তাদের সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহন	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান		০২/০১/২০২০				
সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহন	চেয়ারম্যান বিএফএসএ			১৫/০১/২০২০			
সেবাগ্রহীতাদের সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও	চেয়ারম্যান বিএফএসএ				০২/০২/২০২০		
সকল পর্যায়ের মতামত সমূহের সংকলন ও আইডিয়াটি চূড়ান্তকরণ	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান					১০/০৩/২০২০	
বাজেট চূড়ান্তকরন	চেয়ারম্যান বিএফএসএ						১৫/০৩/২০২০
বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন প্রাপ্তি/গ্রহন	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						২০/০৩/২০২০

প্রয়োজনীয় রিসোর্স:

খাতসমূহ	বিবরন	প্রয়োজনীয় অর্থ (প্রাক্কলিত)	উৎস
○ জনবল: ○ কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফ্টওয়ার/কম্পিউটার): ○ বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী/বাল্ক এস এম এস ইত্যাদি): ○ অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি):	বিএফএসএ কর্তৃপক্ষের- ৭০ জন কম্পিউটার-৭০টি অফিস ফার্নিচার পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যক হোটেল/রেস্তোরার ম্যানেজারিয়াল লেভেলে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	 -- -- ৫ লক্ষ	 বিএফএসএ তহবিল বিএফএসএ তহবিল বিএফএসএ তহবিল

আইডিয়া ওনারদের তথ্য (কর্মশালায় যারা আইডিয়া প্রণয়ন/তৈরিতে যুক্ত আছেন): (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)					
কর্মকর্তার নাম	**পদবী**	**অফিস**	**মোবাইল**	**ই-মেইল**	**পাইলটিং এলাকা**
প্রফেসর ড. মো: আব্দুল আলীম	সদস্য	বিএফএসএ	০১৭৩১৮৫৩৪১৭	maalim07@yahoo.com	মতিঝিল এলাকার ৫ টি হোটেল, ঢাকা
জনাব মো: মাহবুবুর রহমান	গবেষণা পরিচালক	বিএফএসএ	০১৭১৫২৮১৬৮০	rmahbubur10@yahoo.com	
জনাব মো: কাওছারুল ইসলাম সিকদার	অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব)	বিএফএসএ	০১৭৯০১৭৭৯৪৫	kawserul1173@gmail.com	
জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন	উপসচিব	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০১৭১২৬৮৮৫৫৮	dsbudget@mofood.gov.bd	
জনাব সেলিমুল আজম	উপ-পরিচালক (চপরেস)	খাদ্য অধিদপ্তর	০১৭১১১৯১৮১৫	selimuazam@yahoo.com	
জনাব মো: সেলিম রেজা	হিসাব রক্ষক কাম-ক্যাশিয়ার	খাদ্য অধিদপ্তর	০১৭১২৪৯৯৮২৬	salimreza2014@gmail.com	

উদ্ভাবনী আইডিয়ার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (গেন্ট চার্ট)

মাইলস্টোন (অর্জন)	একটিভিটি (মাইলস্টোনকে অর্জন করার জন্য কাজ)	কে করবে?	মাসের নাম					
			জানুয়ারি-	**ফেব্রুয়ারি**	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন
প্রাথমিক প্রস্তুতি	অফিস প্রধান / উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা, অবহিতকরণ ও মৌখিক অনুমতি গ্রহণ	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						
	টিম গঠন	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						
	স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						

মাইলস্টোন (অর্জন)	একটিভিটি (মাইলস্টোনকে অর্জন করার জন্য কাজ)	কে করবে?	মাসের নাম					
			জানুয়ারি-	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন
উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময়	উপকারভোগিদের নির্বাচন ও তারিখ নির্ধারণ	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						
	ফরম তৈরি	উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার						
	মতামত গ্রহণ	উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার						
	মতামত একত্রীকরণ	উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার						
	আইডিয়া চুড়ান্তকরণ	উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার						
বাজেট তৈরি ও তহবিল সংগ্রহ	পাইলট করার জন্য বাজেট তৈরী	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						
	সম্পদের সম্ভাব্য উৎসসমূহ সুনির্দিষ্টকরণ	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						
	অর্থ সংগ্রহ	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						
উপকরণ ক্রয়	উপকরণের তালিকা তৈরি	উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার						
	ক্রয় সভা	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)						
	কার্যাদেশ দেওয়া	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)						
	মালামাল সরবরাহ ও গ্রহণ করা	পরিচালক (প্রশাসন ও						

মাইলস্টোন (অর্জন)	একটিভিটি (মাইলস্টোনকে অর্জন করার জন্য কাজ)	কে করবে?	মাসের নাম					
			জানুয়ারি-	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন
		অর্থ)						
প্রশিক্ষণ ও প্রচারণা	প্রশিক্ষণের জন্য কন্টেন্ট তৈরী	আইটি ম্যানেজার						
	প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						
	প্রশিক্ষণের জন্য তারিখ ও ভেন্যু নির্বাচন	উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার						
	স্থানীয় মিডিয়ায় প্রচার	পরিচালক (ভোক্তা ও ঝুকি)						
নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু (পাইলট শুরু)	আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু করার জন্য তারিখ ও অতিথি নির্ধারণ করা	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						
	লিফলেট, পোস্টার বিতরণ করা	পরিচালক (প্রয়োগ ও প্রতিপালন)						
	স্থানীয় ডিজিটাল নেটওয়ার্কের ব্যবহার করে প্রচারণা	আইটি ম্যানেজার						
	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান শুরু করা	আইটি ম্যানেজার						
মনিটরিং	মনিটরিং টিম গঠন	চেয়ারম্যান, বিএফএসএ						
	মনিটরিং টিমের টিওআর নির্ধারণ	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						
	মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরীর জন্য ফরম্যাট/ গাইডলাইন তৈরী	সচিব ও ইনোভেশন টিম প্রধান						

মাইলস্টোন (অর্জন)	একটিভিটি (মাইলস্টোনকে অর্জন করার জন্য কাজ)	কে করবে?	মাসের নাম					
			জানুয়ারি-	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন
মূল্যায়ন	মূল্যায়নের জন্য কমিটি গঠন	চেয়ারম্যান, বিএফএসএ						
	মূল্যায়নের জন্য সূচক/পরিমাপক (মূল্যায়নের ফ্রেমওয়ার্ক) নির্ধারণ	চেয়ারম্যান, বিএফএসএ						
	মূল্যায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও বিতরণ	উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার						
	শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম নিয়ে প্রজেক্ট ডকুমেন্ট তৈরী	উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার						
	ডকুমেন্ট প্রকাশনা	উপসচিব ও ইনোভেশন অফিসার						

০১। উদ্যোগের শিরোনাম:

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় শ্রমঘন এলাকায় ওএমএস এর চাল ও আটা বিক্রির এক কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে গার্মেন্টস বা অন্যান্য শিল্পে কর্মরত নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের মাঝে ওএমএস এর চাল ও আটা বিক্রয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে পত্র দিয়ে অনুরোধ জানানো হয়। সে মোতাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ কে অনুরোধ করা হয়। অতঃপর বিজিএমইএ এর সাথে ইনোভেশন টিমের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করে কর্মসূচিটি সূচারুরুপে বাস্তবায়নের জন্য যৌথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১১ মার্চ ২০২০ তারিখে বিজিএমইএ এর সচিব জনাব কমোডোর মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (অবঃ) এর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ হারুণ-অর রশিদ, উপসচিব জনাব শামীম হাসান, গবেষণা পরিচালক জনাব ফিরোজ আল মাহমুদ, খাদ্য অধিদপ্তরের চীফ কন্ট্রোলার ঢাকা রেশনিং জনাব উৎপল কুমার দত্ত এবং এডিডি/এসডিএম জনাব সর্দার মোঃ আকবর হোসেন উপস্থিত ছিলেন। বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামসহ অন্য তিন জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কতিপয় কারখানা বা গার্মেন্টস এর প্রতিনিধিগনও উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রাথমিক ভাবে ১ মাসের জন্য ৭টি শিল্পকারখানায় সপ্তাহে ৬ দিন ওএমএস এর চাল ও আটা পাইলট আকারে বিক্রির বিষয়ে আলোচনা হয়। কার্যক্রম শুরুর ১৫ দিন পর যৌথভাবে কার্যক্রমটি মূল্যায়নের বিষয়টিও আলোচনায় আসে।

বিজিএমইএর পক্ষ থেকে ৩ কেজি ওজনের চাল এবং ২ কেজি ওজনের আটা প্যাকেটজাত করে তা বিতরণের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া চাল ও আটার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন তেল, লবণ, ডাল, চিনি ইত্যাদি বিতরণ করা যায় কিনা তা বিবেচনার জন্যও সুপারিশ করা হয়। ওএমএস কার্যক্রমটি শ্রমঘন এলাকায় সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কারখানার থেকে ফোয়াল পয়েন্ট নির্ধারণের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

সভার আলোচিত বিষয় এবং সিদ্ধান্তসমূহ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে অবহিত করে তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম শুরু করার জন্য ইনোভেশন টিমের সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং তদানুজায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে ফলে সরকার ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। অতীব দুঃখের সাথে উল্লেখ করছি যে, উক্ত প্রাণঘাতি ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে চীফ কন্ট্রোলার ঢাকা রেশনিং জনাব উৎপল কুমার দত্ত মৃত্যুবরণ করেন। সাধারণ ছুটি ঘোষণার ফলে জরুরী সেবা প্রদানকারী সংস্থা ব্যতীত সকল অফিস আদালত শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, যে কারণে কার্যক্রমটি আর শুরু করা যায়নি। পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে উক্ত কার্যক্রমটি এগিয়ে নেয়া যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যাচ্ছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নতুন Online সেবা
ACR Digitization

বাস্তবায়নকারী: মোহাম্মদ মোবারক হোসেন
প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়

কেন এই উদ্যোগ:

- যথাসময়ে ACR অনুস্বাক্ষর বা প্রতি স্বাক্ষর না হওয়া।
- ACR এর অবস্থান সম্পর্কে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার অজ্ঞতা।
- ACR যে কোন পর্যায়ে নষ্ট অথবা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।
- সংরক্ষনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ACR গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিকট তথ্যের অভাব।
- ACR সংশ্লিষ্ট তথ্যের অভাবে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার পদোন্নতি বা আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তিতে বঞ্চনা।
- প্রশাসনিক প্রয়োজনে নিদিষ্ট তথ্য সরবরাহে প্রচুর সময়ের প্রয়োজনীয়তা।

ACR Digitization এর ফলে কি কি সুবিধা হয়েছে:

- এটি একটি online ভিত্তিক সফ্টওয়্যার। যাতে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যে কোন সময়ে, যে কোন স্থান হতে এসিআর ফরমট পূরণ করে সাবমিট করতে পারেন এবং অনুবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারী online অনুবেদন ও প্রতিস্বাক্ষর করতে পারেন।
- ফরম পূরণ করা যাবে অতি সহজে। যেমন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ই ফাইল এর প্রোফাইল থেকে কমন তথ্যসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে যায়।
- এসিআর সাবমিট করার সাথে সাথে প্রাপক এবং প্রেরক উভয়ই নোটিফিকেশন দেখতে পারেন।
- মূল্যায়নকারী সহজে মুল্যায়ন করতে পারেন। যেমন নম্বরসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগ হয়ে যাবে। এতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না।
- এসিআর দাখিলের প্রতিটি ধাপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সময় সংরক্ষিত থাকে এতে কর্মকর্তাগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসিআর মূল্যায়ন ও প্রতিস্বাক্ষর করতে উৎসাহিত হন।
- সিস্টেম থেকে অতি সহজে ও কম সময়ে প্রয়োজনীয় যে কোন ধরনের রিপোর্ট প্রস্তুত করা যায়।
- হারানো বা নষ্ট হওয়ার আশংকা দূর হয়েছে।
- বর্তমান পদ্ধতির মতো হার্ডকপি প্রিন্ট করে রাখা যায়।
- পুরাতন এসিআর এর তথ্যাবল এন্টি করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- Online- এ এসিআর এর পরিস্থিতি (কোন কোন বছরের এসিআর জমা হয়েছে বা কি পর্যায়ে রয়েছে তা জানা যায়)

- এসিআর এর বর্তমান ফরমের কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই সিস্টেমটি সরকারের সকল নীতিমালা মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ই-ফাইলিং সিস্টেমের সাথে Intregration করা হয়েছে।

ACR Digitization শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণগ্রহণ করছেন মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বর্তমান পরিস্থিতি:

- ১৫/০১/২০২০ -২৩/০১/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৯৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- গত ২৮/০১/২০২০ তারিখ হতে পাইলিটিং হিসাবে চালু করা হয়েছে এবং ৯০ জন কর্মকর্তা /কর্মচারী ব্যবহার করছেন।
- ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত দপ্তর ও সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এ সিস্টেমটি ব্যবহার করবেন।